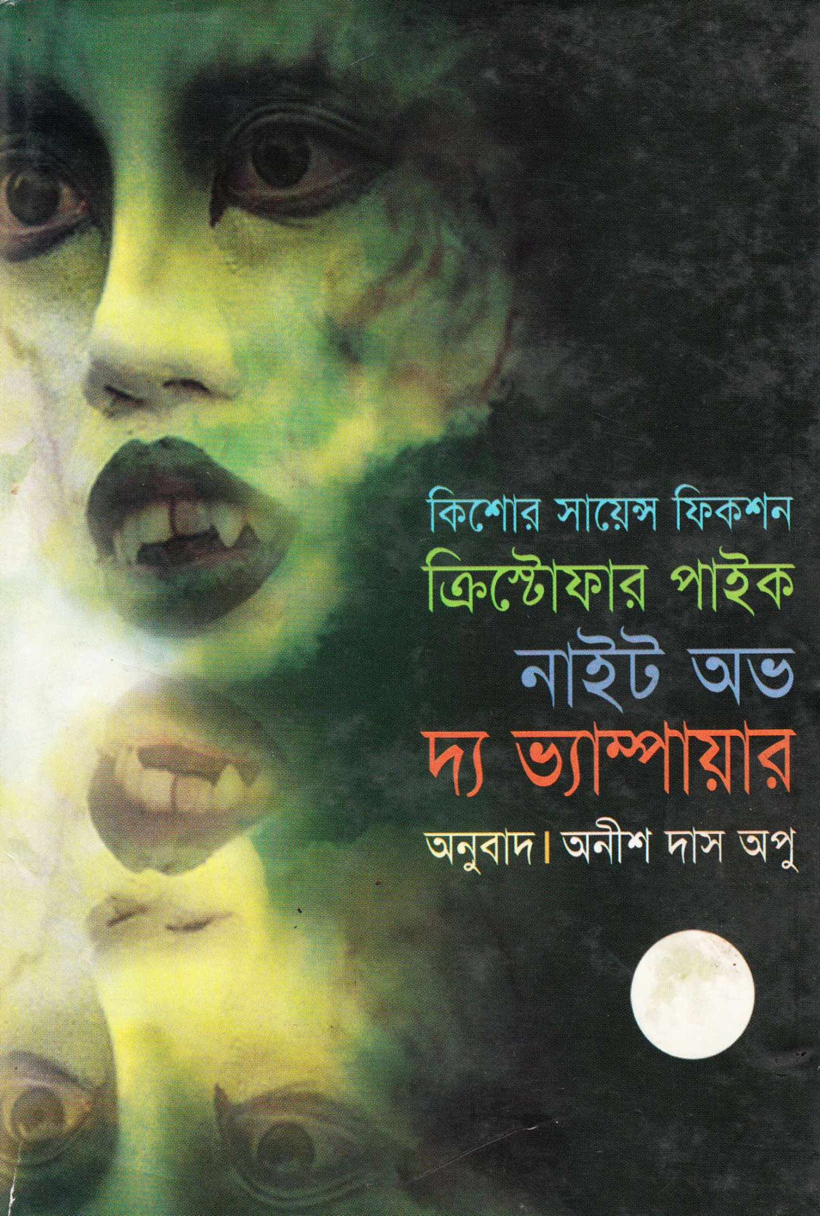
কিশোর সায়েন্স ফিকশন
ক্রিস্টোফার পাইক
নাইট অভ
দ্য ভ্যাম্পায়ার
অনুবাদ। অনীশ দাস অপু

নাইট অভ দ্য ভ্যাম্পায়ার

মূল : ক্রিস্টোফার পাইক

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

উৎসর্গ

শ্রীমান কুমার নন্দিত টিটু
একাই একশো!

এক

শুক্রবার সন্ধ্যা। দলটি লোকাল কোর্টে টেনিস খেলছে। ওই সময় ভ্যাম্পায়ারদের নিয়ে শুরু হলো ভয়ংকর সব ঘটনা। স্পুকসভিলে ভ্যাম্পায়ারের বাস বেশ কিছুদিন থেকে। তবে কথাটা জানত না কেউ। শুক্রবার রাতে দলটির সঙ্গে প্রাচীন শত্রুর প্রথম সাক্ষাৎ হলো।

দলে আছে: অ্যাডাম ফ্রীম্যান; স্যালি উইলকক্স; সিন্ডি ম্যাকে ব্রাইস পুল; এবং ওয়াচ। টিরা জোনস এবং জর্জ স্যান্ডার্স দলের সদস্য হলেও এ মুহূর্তে এখানে নেই। তারা মাঝে মাঝে অন্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। ওরা ডাবলস খেলছে। তবে চারজন নয়, পাঁচজনে মিলে। অ্যাডাম এবং স্যালি পার্টনার, অপরদিকে বাকি তিনজন হয়েছে পার্টনার। অবশ্য ওয়াচকে পার্টনার না বললেও চলে। সে তো আধা-অন্ধ। ওদিকে স্যালি একাই একশো। সে লম্বা হাত দিয়ে দুর্দান্ত জোরে শট মারে, তার কো-অর্ডিনেশন অবিশ্বাস্য। স্যালি এবং অ্যাডাম ওদের বিরুদ্ধে দশটি গেম খেলেছে।

প্রতিটিতে জিতে নিয়েছে প্রত্যাশিত বিজয়।

'খেলে তেমন একটা মজা পাচ্ছি না,' অ্যাডামকে বলল স্যালি সার্ভ করার সময়। 'এরা তো হারু পার্টি।' স্যালি মানুষকে অপমান করতে ওস্তাদ। সে স্রেফ কাউকে 'হ্যালো' বলেও অপমান করতে পারে। তবে সে খুব রসিকও বটে। অবশ্য মুড ভালো থাকলেই কেবল ঠাট্টা-তামাশা করে স্যালি। সে বলল, 'সত্যিকারের প্রতিযোগিতা চাই আমি।'

‘অহংকার কোরো না,’ ওকে সতর্ক করে দিল অ্যাডাম। ‘প্রতিটি খেলায় ওরা আগের চেয়ে ঝানু হয়ে উঠছে।’ অ্যাডাম শহরে নতুন এলেও সে দলে নেতা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। সে তেমন একটা লম্বা নয়, বরং বেঁটেই বলা যায়, তবে অ্যাডাম অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে এবং খুবই পারোপকারী স্বভাবের। সবসময় অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

‘অত জোরে মেরো না,’ বলল সিন্ডি। সিন্ডিও এ শহরে নবাগতা। তার মাথার লম্বা কেশরাজি সোনালি, ভারী মিষ্টি ব্যবহার। তবে স্যালির সঙ্গে ঝগড়ার সময় সে বেড়ালের মত নখ বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

‘ওরা যত ইচ্ছা জোরে মারলেও আমাদের কিছু বলার নেই,’ সিন্ডিকে বলল ব্রাইস। সে কোর্টের অপরপ্রান্তে, সিন্ডির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রাইস রোগা-পাতলা, লম্বা, কালো চুল। সেও বুদ্ধিমান এবং সাহসী। তবে অস্থির প্রকৃতির। সে ভাবে দুনিয়া রক্ষার জন্য তার জন্ম হয়েছে।

‘আমাদের অন্তত: একটা গেম জিততে হবে নইলে স্যালি আমাদের মাটিতে নাক ঘষে দেবে,’ বলল ওয়াচ। সে কোর্টের পেছনে, সিন্ডি এবং ব্রাইসের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ওর নাম ওয়াচ কারণ সে সবসময় হাতে চারটে ঘড়ি পরে, একেকটি ঘড়ি একেক সময় বলে দেয়। সে দলের সবচেয়ে প্রতিভাবান বালক অথচ তার কোনও অহংকার নেই। সে অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। সবাই ওয়াচকে ভালোবাসে। তবে কেউ বড়াই করে বলতে পারবে না সে ওয়াচকে ভালোভাবে জানে। সবসময় আপন মনে থাকে ওয়াচ, তার পরিবার বলে কিছু নেই।

‘তোমাদের কথা শুনে ফেলেছি আমি,’ বল হিট করার জন্য প্রস্তুত স্যালি। ‘তোমাদের খেলায় জেতার কোনও চান্সই নেই।’

এমন সময় টেড টেন এসে ধপাশ করে পড়ে গেল কোর্টে। কেউ তাকে আসতে দেখেনি। তবে ও মাটিতে পড়ে যাওয়া মাত্র সবাই ছুটে গেল ওর দিকে। টেড ওদের সঙ্গে একই স্কুলে, একই ক্লাসে পড়ে। সে ওদেরই বয়সী,

বারো। কোঁকড়ানো সোনালি চুল, বড়বড় নীল চোখ। সে খেলোয়াড় হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। তবে টেডকে নিয়ে ওরা কখনও অ্যাডভেঞ্চারে যায়নি। অ্যাডামদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যেন জড়িয়ে আছে বিপদ। এ বিপদ এবং আতংকের সঙ্গে স্কুলের কোনও ছেলেকে ওদের জড়ানোার ইচ্ছে নেই।

টেডের চেহারা অত্যন্ত ফ্যাকাসে লাগছে, তার ঘাড়ে সাদা একটি ব্যান্ডেজ। সে টেনিস কোর্টের কংক্রিটের মেঝেতে এপাশ ওপাশ করছিল।

'টেড,' উদ্বেগ নিয়ে ডাকল অ্যাডাম। 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে তোমার?'

জবাব দিল না টেড। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে, অ্যাডামের দিকে তাকাল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। টেডের নীল চোখ এ মুহূর্তে স্বচ্ছ নয়, লাল টকটকে। ওয়াচও ছেলেটির পাশে বসেছে হাঁটু মুড়ে। সে সাবধানে টেডের ঘাড়ে বাঁধা ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল।

ব্যান্ডেজে রক্ত!

'ওর ঘাড় থেকে রক্ত পড়ছে!' আঁতকে উঠল সিন্ডি।

'কিন্তু রক্ত পড়বে কেন?' অবাক হলো স্যালি। 'কী হয়েছে ওর?'

'শাটোর,' বিড়বিড় করল টেড।

আরও কাছে ঝুঁকে এল অ্যাডাম এবং ওয়াচ।

'কী বললে, টেড?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'রানি,' ফিসফিস করল টেড।

'কে রানি?' জানতে চাইল ওয়াচ।

কিন্তু আর কিছু বলল না টেড। ওর ঘাড় বেয়ে রক্ত পড়ছেই।

'ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার,' বলল অ্যাডাম, 'হাসপাতালে।'

'এ শহরের ডাক্তাররা তো আন্ডারটেকারের মত,' বলল স্যালি। 'তারা চায়না কোনও অসুস্থ মানুষ বেঁচে থাকুক। ওর চিকিৎসা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। এখন আগের মত আর রক্ত পড়ছে না।'

‘কিন্তু রক্ত তো কম পড়েনি,’ গম্ভীর মুখে বলল ওয়াচ।

‘একটা জিনিস খেয়াল করেছ– চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে অথচ দেখছে না আমাদেরকে। ঠাণ্ডা এবং সাদা হয়ে গেছে টেড। ওকে এখুনি রক্ত দেয়া দরকার– কমপক্ষে দুই লিটার। হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে উপায় নেই।’

স্যালি এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, ‘হাসপাতালে যদি নিয়ে যেতেই হয় এখুনি চলো। হাসপাতাল বেশি দূরেও নয়। ওকে বয়ে নিয়েই যেতে পারব।’

ছেলেরা টেডের শরীরের ওপরের অংশ ধরল, মেয়েরা ধরল দুই পা। তারপর মাটি থেকে তুলে ফেলল টেডকে। সূর্য অস্ত গেছে। পার্কের আলোয় আঁধার দূর হয়েছে সামান্যই। বরং মাটিতে গাছের ছায়া ফেলে ভীতিকর একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। টেড আর নড়াচড়া করছে না। অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার নিশ্বাস হয়ে উঠেছে ঘন এবং দুর্বল। হাসপাতালে পৌছার আগেই সব শেষ হয়ে যায় কিনা ভেবে দলটি উদ্বিগ্ন।

‘ওর ঘাড় থেকে এতটা রক্ত ঝরেছে,’ পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে বলল সিন্ডি। ‘অথচ জামাকাপড় রক্তে ভেজেনি, দেখেছ?’

‘হুঁ।’ বলল ওয়াচ। ‘ওর ঘাড়ের দাগগুলো কেমন অদ্ভুত।’

‘অদ্ভুত মানে?’ জিজ্ঞেস করল স্যালি।

‘মনে হচ্ছে দাঁতের দাগ।’ জবাব দিল ওয়াচ।

হাসপাতালে পৌছুতে পনের মিনিট লাগল ওদের। হাসপাতালের নাম স্পুকসভিল মেমোরিয়াল। পুরো বিল্ডিং কালো রঙে রাঙানো। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করা হয় শবযান হিসেবে। হাসপাতালটি খুবই নির্জন। দেখলে মনে হয় জন মানবশূন্য, পরিত্যক্ত। ওরা দ্রুত টেডকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। চলে এল ডেস্কের সামনে। ডেস্কে বসে একটি তরুণী নার্স। তার কালো চুল বেশ লম্বা, ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। সে একটা কাগজে কী যেন লিখছিল। অজ্ঞান টেডকে নিয়ে অ্যাডামদেরকে হাসপাতালে ঢুকতে দেখে সে লাফিয়ে উঠল।

‘ওর কী হয়েছে?’ উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল নার্স।

‘জানি না,’ বলল অ্যাডাম। টেডকে সাবধানে শুইয়ে দিল মেঝেতে। স্যালি ওয়েটিং-রুমের কাউচ থেকে দ্রুত একটি বালিশ নিয়ে এল। টেডের মাথার নিচে রাখল।

‘আমরা পার্কে টেনিস খেলছিলাম।’ ব্যাখ্যা করল অ্যাডাম। ‘হঠাৎ টলতে টলতে কোর্টে-এসেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও। ওর ঘাড় দিয়ে রক্ত পড়ছে। মনে হচ্ছে অনেকটা রক্তক্ষরণ হয়েছে।’

ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এল নার্স, হাঁটু মুড়ে বসল টেডের পাশে। ঘাড়ের পাশে হাত রেখে পরীক্ষা করল পালস। সুন্দর মুখখানায় ফুটল দুশ্চিন্তা।

‘ওর অবস্থা ভালো ঠেকছে না,’ সিধে হলো নার্স। ‘আমি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি। ছেলেটার বাবা-মা কাউকে তোমরা চেন?’

‘আমি চিনি,’ জবাব দিল সিন্ডি। ‘আপনি বললে ওদেরকে ফোন করতে পারি।’

‘করো,’ বলে হলঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল তরুণী।

ওরা টেডকে ঘিরে বসে রইল। কী করবে বুঝতে পারছে না। সিন্ডি গেছে ফোন করতে। ওয়াচ একটু পরপর টেডের ঘাড়ের ক্ষত পরীক্ষা করে দেখছে। কুঁচকে আছে ভুরু।

‘কোনও জন্তু জানোয়ার ওকে কামড়ে দেয়নি তো?’ অবশেষে জিজ্ঞেস করল স্যালি।

‘কিছু একটা নিশ্চয় ওকে কামড়েছে,’ বলল ওয়াচ।

এমন সময় ফিরে এল সিন্ডি। অখুশি চেহারা।

‘টেডের বাড়ির ফোন কেউ ধরছে না,’ বলল সে।

‘তুমি সঠিক নাম্বারে ফোন করেছিলে তো?’ জিজ্ঞেস করল স্যালি।

‘আমি ডিরেক্টরি এনকোয়ারিজ থেকে নাম্বার পেয়েছি,’ জবাব দিল সিন্ডি।

'যে মহিলা ডিরেক্টরি এনকুইরিজির দায়িত্বে আছে সে এ শহরের বেশিরভাগ নাম্বার ঝুড়িতে ফেলে রাখে,' বলল স্যালি।

'ফোন বুক নিজে চেক করেছ?'

মাথা দোলাল সিন্ডি। 'দুইবার ফোন করেছি। কেউ ধরেনি।'

'হয়তো এটা শিশু অপহরণের ঘটনা,' বলল ব্রাইস। 'পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে হয়তো ওর বাবা-মা শহর ছেড়ে পালিয়েছে।'

'টেডের বাবা-মা নিশ্চয় তাদের ছেলেকে কামড়ে দেননি,' ঘোঁতঘোঁত করে অসন্তোষ প্রকাশ করল ওয়াচ।

তরুণী নার্স একজন ডাক্তারসহ ফিরে এল। তারা টেডকে তুলে নিল একটি ট্রলিতে।

'ওর কী হয়েছে জানো কেউ?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার। ডাক্তারের বয়স ষাটের কোঠায়, ঝোপের মত ভুরু, কঠোর একটা ভাব ফুটে আছে চেহারায়।

ডাক্তারের প্রশ্নে সবাই শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। মুখে বলল না কিছু।

'ও আমাদের টেনিস কোর্টে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে,' বলল অ্যাডাম।

ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তার। বুকের ব্যাজে তাঁর নাম লেখা– ড. পেইন। নার্সের ব্যাজে লেখা শ্যারন আর এন। সে টেডের ব্লাডপ্রেশার চেক করছে। তার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না অ্যাডাম। ভারী সুন্দর লাগছে শ্যারনকে। ওর বারবার মনে হচ্ছে মেয়েটিকে আগেও কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু মনে করতে পারছে না কোথায়।

'গত দু'দিনে এ ধরনের কেস এ নিয়ে তিনটা এল।'

বিড়বিড় করলেন ড. পেইন।

লাফিয়ে উঠল ওয়াচ। 'মানে?'

ডাক্তার ওর প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তিনি ইতিমধ্যে টেডের ট্রলি ঠেলতে শুরু করেছেন, পাশে তরুণী নার্স।

'পরে কথা বলব,' ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন ডাক্তার। 'এ ছেলেটির আগে

জীবন বাঁচাই। নার্স, জরুরি রক্ত দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

'জ্বী, ডাক্তার,' বলল নার্স।

একটি বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। অ্যাডামরা বসল ওয়েটিং রুমে। ওয়াচ গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

'কী হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ। 'কিছু হয়নি।'

কিন্তু কিছু যে একটা হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল পরিষ্কার।

দুই

অপারেশন থিয়েটারে টেডকে নিয়ে যাওয়ার ঘণ্টা তিনেক পরে নার্স এসে জানাল টেডের অবস্থা এখন আগের চেয়ে ভালো। তবে সে খুব দুর্বল। কথা বলতে পারবে না। শ্যারন টেডের বাড়ির নাম্বার চাইল। স্যালি নাম্বারটা দিল। ওরা তারপর রওনা হলো বাড়িতে।

তবে ফেরার পথে টেডের বাড়ির সামনে যাত্রা বিরতি দিল।

বেশ কয়েকবার বাজাল ডোরবেল।

কিন্তু সাড়া দিল না কেউ।

পরদিন শনিবার। সবাই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ছুটল হাসপাতালে। তবে টেডের সঙ্গে তক্ষুনি দেখা করার অনুমতি মিলল না। অপেক্ষা করতে হলো। আগের রাতের নার্সটি নেই তবে ডা. পেইন আছেন ডিউটিতে। তাঁকে ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত লাগছে।

'আপনি বলেছিলেন গত দু'দিনে এরকম কেস এ নিয়ে তিনটি এসেছে আপনার কাছে,' বলল ওয়াচ। 'কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় আমার কাছে একজন পুরুষ এবং একটি তরুণী আসে,' বললেন ডাক্তার। 'এবং তাদের অবস্থা ছিল তোমাদের বন্ধুর মতোই।'

'অবিকল টেডের মত অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

‘তোমাদের বন্ধুর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে,’ বললেন তিনি।

‘এরচেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না।’

‘তার ঘাড়ের ক্ষতটা সৃষ্টি হলো কীভাবে?’ জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

ভুরু কোঁচকালেন ডা. পেইন। ‘কীসের ক্ষত?’

‘ওর ঘাড়ে কামড়ের দাগ দেখেছি আমরা,’ জানাল স্যালি।

‘ক্ষতগুলো সেলাই করেননি? ওখান থেকেই ঝরছিল রক্ত।’

‘আমি ওর ঘাড়ে কোনও দাগ-টাগ দেখিনি,’ বিস্মিত গলায় বললেন ডাক্তার। ‘বুঝতে পারছি না ছেলেটা এত রক্ত হারাল কীভাবে?’

‘টেড কি এখন ভালো আছে?’ জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

‘এখনও খুব দুর্বল।’ জবাব দিলেন পেইন। হাত রাখলেন দরজার হাতলে। বেরুবেন। ‘ওর সূর্যের আলোও সহ্য হচ্ছে না। ওর সঙ্গে কথা বলার সময় জানালা-টানালা খুলো না যেন।’

শেষ কথাটা শুনে তড়াক করে লাফ দিল ওয়াচ এবং স্যালির কলজে।

ওরা ঢুকল টেডের ঘরে।

ওদেরকে দেখে বিছানায় উঠে বসল টেড, হেলান দিল বালিশে। প্রথম দর্শনে ওকে মনে হলো সামান্য ক্লান্ত। তবে ভালোভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় ওর চোখ এখনও টকটকে লাল, রক্ত দেয়া সত্ত্বেও ত্বক থেকে ম্লান, ফ্যাকাসে ভাবটা দূর হয়নি। ঘর অন্ধকার। জানালা বন্ধ।

এবং ঘরটি আশ্চর্য রকম শীতল।

ওদেরকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে চলে গেলেন ডা. পেইন।

‘কেমন বোধ করছ এখন?’ উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল স্যালি। তুলে নিল টেডের হাত। স্পর্শে শিউরে উঠল। কী ঠাণ্ডা হাত! কেমন ঘোর লাগা চোখে ওর দিকে তাকাল টেড।

‘ভালো,’ দুর্বল গলায় জবাব দিল সে।

‘তোমাকে খুবই বিশ্রী লাগছে,’ মন্তব্য করল স্যালি। ‘কী হয়েছিল?’

টেড স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্যালির দিকে, যেন এই প্রথম দেখছে ওকে।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তোমার এত রক্তক্ষরণ হলো কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'তোমার ঘাড়েই বা কে কামড়ে দিল?'

টেড পলকহীন চোখে তাকিয়েই আছে স্যালির দিকে।

'তুমি কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল ও।

'গত রাতের যা ঘটনা কিছুই মনে নেই তোমার?' জিজ্ঞেস করল ব্রাইস।

'না,' নিরাসক্ত কণ্ঠ টেডের।

'টেনিস কোর্টে যে হুড়মুড় করে পড়ে গিয়েছিলে, মনে আছে?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'না,' জবাব দিল টেড।

'তাহলে কী মনে আছে তোমার?' প্রশ্ন করল ওয়াচ।

'বললামই তো কিছুই মনে নেই আমার,' জবাব দিল টেড।

'শেষ কোন্ স্মৃতিটি মনে পড়ছে তোমার?' সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্রী নয় স্যালি।

শীতল শোনাল টেডের কণ্ঠ। 'তোমরা আমাকে এসব প্রশ্ন করছ কেন?'

'আমরা শুধু বোঝার চেষ্টা করছি তোমার কী হয়েছে,' বলল সিন্ডি, এখনও ধরে আছে হাত। 'তোমাকে নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

'দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' আবেগশূন্য গলায় বলল টেড।

'আমি ভালো আছি।'

'তুমি ভালো নেই,' বলল স্যালি, এগিয়ে এল কাছে। 'তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে কারণ তোমার শরীর থেকে প্রচুর রক্ত ঝরেছে।' সামনে ঝুঁকে টেডের ঘাড় পরীক্ষা করল। 'তোমার ঘাড়ের

দাগগুলো কই?'

'তুমি কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল টেড।

'বুঝতে তো পারবেই না,' বলল স্যালি। হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও, চলে এল জানালার সামনে। ঝট করে খুলে দিল জানালা। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল টেড। মুহূর্তে শরীরটাকে গুটিয়ে বলের মত করে ফেলল সে, মাথার ওপর টেনে দিল কম্বল।

'স্যালি?' চেঁচাল সিন্ডি। 'জানালা বন্ধ করো। ডা. পেইন কী বলেছেন, শোনোনি! টেডের জন্য সূর্যের আলো এখন ক্ষতিকর।'

জানালা বন্ধ করে দিল স্যালি। ফিরে এল বিছানায়। ধীরে ধীরে মাথার ওপর থেকে কম্বল সরাল টেড। তাকাল চারপাশে। তার লাল টকটকে চোখ জোড়া জ্বলছে রাগে। তবে পাত্তা দিল না স্যালি। 'বুঝতে পেরেছি' ধরনের একটা ভঙ্গি ফুটেছে চেহারায়।

'আমাদের টেড বাবু সূর্যের আলো সইতে পারে না কেন?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

কথা বলে উঠল ওয়াচ। 'টেড, আমরা আজ চলি। তুমি বিশ্রাম নাও। পরে আবার দেখা হবে, কেমন?'

টেড রাগ দমন করার কিংবা বলা যায় লুকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'তোমরা আবার যখন আসবে আমি তখন এখানে থাকব না,' বলল সে।

সিন্ডি ওর হাতে চাপড় দিল। 'বিশ্রাম নাও এবং সুস্থ হয়ে ওঠো।'

ওয়াচের তাড়া খেয়েই যেন দলটা দ্রুত ত্যাগ করল ঘর।

হাসপাতালের হলওয়েতে এসে ওরা মুখ খুলল।

'ও ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছে,' জোর গলায় বলল স্যালি। 'তাতে কোনই সন্দেহ নেই। যত দ্রুত সম্ভব একটা কাঠের গোঁজ বানিয়ে ওর কলজে ফুঁড়ে দিতে হবে। তারপর কাটব ওর মাথা এবং মুখে পুরে দেব

রসুন। তারপর শরীরটা চুবিয়ে রাখব পুকুরে।' দম নেয়ার জন্য বিরতি দিল সে। 'আমি ভ্যাম্পায়ার একদম সহ্য করতে পারি না।'

সিন্ডিকে দেখে মনে হলো স্যালির কথা শুনে সে খুবই শক্‌ড্‌ হয়েছে। 'কী বলছ তুমি?'

'হাস্যকর একটা কথা বললে তুমি,' বলল অ্যাডাম। 'টেড অসুস্থ। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়। আমরা ওর কলজের মধ্যে কিছু ঢোকাতে যাচ্ছি না।'

'তুমি সত্যি অদ্ভুত একটা মেয়ে,' ভর্ৎসনা করল সিন্ডি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলল ওয়াচ, 'আমার ধারণা স্যালি ঠিক কথাই বলেছে।'

অ্যাডাম এবং সিন্ডি অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। অস্বস্তি নিয়ে ওয়াচ বলল, 'তবে এখনই টেডের হৃৎপিণ্ডে গজাল ঢোকাতে বলছি না আমি। তবে ওর আচরণে ভ্যাম্পায়ারের পরিষ্কার কিছু লক্ষণ ফুটে উঠেছে। কপালে ভাঁজ পড়ল সিন্ডির। 'যেমন?'

'টেড এখনও ভ্যাম্পায়ার হয়নি,' বলল ব্রাইস। 'মানে পুরোপুরি ভ্যাম্পায়ার বনে যায়নি। তবে ভ্যাম্পায়ার হতে চলেছে। হয়তো আজ রাতেই শহরের অর্ধেক মানুষের রক্ত খেতে বেরিয়ে পড়বে।'

'অন্যরা আক্রান্ত হওয়ার আগেই ওকে ধ্বংস করে দেয়া শ্রেয়,' উদাস গলায় বলল স্যালি।

'কিন্তু আমরা টেডের সঙ্গে স্কুলে যাই,' বলল সিন্ডি। 'আমরা ওকে হত্যা করতে পারি না।'

অ্যাডাম ওকে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল, 'কেউ কাউকে হত্যা করতে যাচ্ছে না। সবকিছুর একটা ব্যাখ্যা থাকে। ওয়াচ, তোমাদের কী করে ধারণা হলো টেড ভ্যাম্পায়ার?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ। 'ভ্যাম্পায়ার হওয়ার সমস্ত চিহ্নই ওর মধ্যে ফুটে উঠেছে। গত রাতে ওর ঘাড়ে ক্ষত দেখেছি আমরা। অথচ কামড়ের

দাগ আজ মিলিয়ে গেছে বেমালুম। সে সূর্যের আলো সইতে পারে না।' বিরতি দিল সে।

'ওর সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার আগে কোনও ভ্যাম্পায়ার ওর ওপর হামলা করেছিল। তখন সাঁঝের আঁধার ঘনিয়েছে।'

'কিন্তু ভ্যাম্পায়ারটা এল কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'সিনেমা হলে যে ভ্যাম্পায়ার মেয়েগুলো কাজ করে এটা বোধহয় তাদের কারও কাণ্ড,' বলল স্যালি।

ওয়াচ বলল, 'ওই মেয়েগুলো ভ্যাম্পায়ার সাজার ভান করে মাত্র। তবে ওরা ভ্যাম্পায়ার নয়। আমি ভাবছি টেডের মত আরও কতজন শহরে ভ্যাম্পায়ারের হামলার শিকার হয়েছে।'

'অন্তত দু'জনের কথা আমরা জানি,' ড. পেইনের দুই রোগীর উদাহরণ টেনে বলল ব্রাইস। 'ওদেরকে কোথায় রাখা হয়েছে জানা দরকার।'

'ঠিক বলেছ,' বলল ওয়াচ। 'তবে দিনের আলো থাকতে থাকতে ভ্যাম্পায়ারদের লুকানো আস্তানা খুঁজে বের করা জরুরি। সূর্য ডুবে গেলে আমরা আর ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারব না।'

'এক মিনিট,' বলল অ্যাডাম। 'আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না শহরে সত্যি ভ্যাম্পায়ার আছে।'

'তাহলে টেডকে পরীক্ষা করে দেখো,' বলল ওয়াচ। 'রসুন নিয়ে ওর ঘরে ঢোকো। দেখো সে কী কাণ্ড করে?'

'কিংবা আয়নায় ওর প্রতিবিম্ব পড়ে কিনা তাও দেখা যায়,' পরামর্শ দিল স্যালি।

'ওর ঘরে একটা আয়না আছে দেখেছি,' বলল সিণ্ডি। ওদের কথা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। পা বাড়াল টেডের ঘরে। 'আমি আয়না ধরব ওর সামনে। প্রমাণ করে ছাড়ব তোমরা ভুল ভাবছ।'

ওকে থামাল অ্যাডাম। 'দাঁড়াও। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি। 'ও তো অসুস্থ। ও আমার কিছু করতে পারবে না।'

'ও যদি ভ্যাম্পায়ার হয়ে থাকে, তোমাকে খুন করে ফেলবে,' গম্ভীর গলায় বলল স্যালি। 'কিংবা তারচেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারে তোমার কপালে।'

'আমরা দু'জনে মিলে ওকে পরীক্ষা করব,' বলল অ্যাডাম সিন্ডিকে। সাবধানে খুলল টেডের ঘরের দরজা।

টেড শুয়ে আছে বিছানায়। ঘুমাচ্ছে। মুখের একটা পাশ চাদর দিয়ে ঢাকা। অ্যাডাম এবং সিন্ডি নিঃশব্দে চলে এল খাটের অপর পাশে। এখানে একটা আয়না আছে। আয়নায় অ্যাডাম এবং সিন্ডিকে দেখা গেল। তবে টেডের মুখ আয়না থেকে অদৃশ্য।

'ওহ, না?' গুঙিয়ে উঠল অ্যাডাম।

'ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না কারণ মুখটা চাদর দিয়ে ঢাকা,' ফিসফিস করল সিন্ডি।

'পুরোপুরি ঢাকা নয়,' অ্যাডামও ফিসফিস করল। 'ওর চুল অন্তত: দেখা যেত।'

'তুমি কি ওদের কথা বিশ্বাস করছ?' বলল সিন্ডি।

'বিশ্বাস করা শুরু করেছি,' বলল অ্যাডাম।

সিন্ডি বলল, 'কিন্তু আমরা টেডকে হত্যা করতে পারি না।'

'আমি বলিনি যে ওকে হত্যা করব,' বলল অ্যাডাম।

'এসো। বেরুই।'

অন্যরা অপেক্ষা করছিল হলওয়েতে।

'আশা করি তোমাদের সন্দেহ দূর হয়েছে,' বলল স্যালি, লক্ষ করছে ওদের অভিব্যক্তি।

'এ দিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না,' দ্রুত বলল সিন্ডি। 'তোমরা ওর বুকে গজাল ঠুকতে পারো না।'

'আমি ঢুকব,' বলল ব্রাইস।

'ও রক্তচোষা,' বলল স্যালি। 'ওকে মরতেই হবে। আজ হোক আর কাল হোক।'

চেহারায় অন্ধকার ঘনাল সিন্ডির। 'তোমরা খুব নিষ্ঠুর।'

ওয়াচ বলল, 'যারা টেডকে ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে দিয়েছে তাদেরকে আগে খুঁজে বের করতে হবে। এবং সেটা সূর্য ডুবে যাবার আগেই।'

'কিন্তু ওরা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'অন্ধকার, গোপন কোনও জায়গায়,' বলল স্যালি। 'আর স্পুকসভিলে এরকম জায়গার অভাব নেই।'

'আগে ড. পেইনের সঙ্গে একটু কথা বলি,' পরামর্শ দিল ব্রাইস।

'তার দুই রোগী সম্পর্কে খোঁজখবর নিই। ভ্যাম্পায়াররা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে সে ব্যাপারে তিনি হয়তো কোনও ক্লু দিতে পারবেন।'

সবাই ব্রাইসের পরামর্শ মেনে নিল।

ড. পেইনকে পাওয়া গেল হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে। তিনি মাইক্রোস্কোপে ঝুঁকে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করছিলেন। হয় টেড অথবা তাঁর সেই আগের দুই রোগীর রক্ত। অ্যাডামদের এরকম মনে হওয়ার কারণ ডাক্তার ওদেরকে দেখে কেমন যেন চমকে গেলেন।

'তোমাদের এখানে আসা উচিত হয়নি,' বললেন তিনি।

'আমরা আপনার কাছে কয়েকটি জিনিস জানতে এসেছি,' বলল ওয়াচ। 'জবাব পেলেই চলে যাব।' মাইক্রোস্কোপের দিকে ইংগিত করে বলল, 'কী পরীক্ষা করছেন?'

'তোমাদের বন্ধুর রক্তের নমুনা,' কপালে ভাঁজ পড়ল ডাক্তারের, মাইক্রোস্কোপের আইপিসে চোখ রাখলেন আবার।

'তার রক্ত অস্বাভাবিক রক্ত।'

'এর কারণ সে ভ্যাম্পায়ার,' স্বাভাবিক গলায় বলল স্যালি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন পেইন। 'তার রক্ত সাধারণ মানুষের মত নয়, ব্যস।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'টেডের রক্ত এমনভাবে ডেভেলপ করেছে যে সে যে কোনও ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে দিতে পারে। তার রক্ত খুব দ্রুত জমাট বাঁধতেও সক্ষম। তাছাড়া– ওর রক্তে লবণ বলে কিছু নেই।' ডাক্তারকে কেমন হতভম্ব লাগল।

'কিন্তু রক্তে লবণ না থাকলে তো বেঁচে থাকা সম্ভব নয়,' বলল ব্রাইস।

'ভ্যাম্পায়াররা তো টেকনিক্যালি বেঁচে নেই,' বিড়বিড় করল স্যালি।

'আপনি ওর রক্ত পরীক্ষা করছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডাক্তার। 'আমি কিছু প্রশ্নের জবাব খুঁজছিলাম। আমার অন্য দুই রোগীর রক্তের নমুনা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।'

'কেন পারেননি?' জিজ্ঞেস করল ব্রাইস। 'তারা গেছে কোথায়?'

'গত রাতে চলে গেছে। মাঝ রাতে। কাউকে বলে যায়নি।'

'ওরা কারা?' প্রশ্ন করল ওয়াচ।

'দুঃখিত,' বললেন ডা. পেইন। 'ওদের নাম বলা যাবে না।'

'ওদের খুঁজে পেতে চাইলে নাম বলুন,' বলল স্যালি। 'আমরা ওদের খুঁজে বের করব। অন্তত ওদের ভালোর জন্যেও নামগুলো বলুন।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ডা. পেইন বললেন, 'ঠিক আছে ওদের নাম বলছি আমি। তবে একটা শর্ত আছে– ওদেরকে হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ওদের কিছু টেস্ট করব। ওরা যেভাবে সুস্থ হয়ে চলে গেল, আমি রীতিমত তাজ্জব বনে গেছি।'

'আমার ধারণা টেডও আজ রাতে একই ঘটনা ঘটাবে,' বিড়বিড় করল স্যালি।

ওর কথা শুনেও না শোনার ভান করলেন ডা. পেইন। স্যালি

ভ্যাম্পায়ার নিয়ে যেসব মন্তব্য করেছে, তিনি তা বিশ্বাস করেননি। অবশ্য তিনি হাসপাতালের চার দেয়ালের বাইরের খুব কমই খবর রাখেন। তবে দুই রোগীর নাম বলে দিলেন ডাক্তার : ক্যাথি মেলন এবং ডারেল ফ্রেজার। সাথে সাথে একটা বিষয়ে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিল ওয়াচ। তবে কথাটা সে বলল ডাক্তারের ল্যাবরেটরির বাইরে এসে।

'টেড, মেলন এবং ফ্রেজাররা সবাই ট্রাম্বেলের পুরানো ওয়্যারহাউজ এলাকায় থাকে,' বলল ও। 'ওটা শহরের উত্তরে, পাহাড়ের রাস্তাটার ধারে। ওয়্যারহাউজটা বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত। তবে একসময় ফোম রাবারের ফ্যাক্টরি ছিল ওটা। দিনের বেলা ভ্যাম্পায়ারদের লুকিয়ে থাকার জন্য ওর চেয়ে ভালো জায়গা হয় না।'

সায় দিল স্যালি। 'আর ওরা রাতের বেলা বেরুলে, দলে যদি ভারী না হয়, খুব একটা দূরেও যাবে না। আমি নিশ্চিত ওরা ওখানেই লুকিয়ে আছে।'

'টেড গত রাতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে বিড়বিড় করে কী বলেছিল মনে আছে?' বলল ওয়াচ। 'কী এক রানি শাটোরের কথা বলছিল। এই রানিই হয়তো ভ্যাম্পায়ারদের নেত্রী।'

'একটা প্ল্যান করা দরকার,' বলল ব্রাইস। 'আমরা মন চাইল আর ওয়্যারহাউজে ঢুকে পড়লাম– এমনটা করলে হবে না। তাহলে আর ওখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারব না। আমাদের জোগাড় করতে হবে হোলি ওয়াটার, ক্রুশ, রসুন, সাদা গোলাপ, কাঠের গজাল– ভ্যাম্পায়াররা ভয় পায় এরকম সব জিনিস।'

'সাদা গোলাপে ওদের ভয় কেন জানি না,' বলল স্যালি।

ওদের কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না সিন্ডির। 'আমরা ওয়্যারহাউজে ঢুকলাম আর ওখানে যারা ঘুমাচ্ছে তাদের সবার বুকে কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে দিলাম– এটা একটা কথা হলো? ওরা তো উদ্বাস্তুও হতে পারে। ঘরবাড়ি নেই।'

'স্পুকসভিলে বাম ছাড়া আশ্রয়হীন মানুষ আর একটিও নেই,' বলল স্যালি। 'যারা ছিল তাদের সবাইকে শয়তানগুলো ধরে খেয়ে ফেলেছে।'

'সিন্ডি,' ধৈর্য নিয়ে বলল ওয়াচ, 'আমরা আগে নিশ্চিত হয়ে নেব ওরা সত্যি ভ্যাম্পায়ার কিনা। তবে আমার ধারণা ব্রাইস ঠিক কথাই বলেছে। আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়াই উচিত। আমরা এখন ব্রাইসের বাড়ি যাব। ওর যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র তৈরি করে নেব।'

'আমার বাসায় কাঠের অভাব নেই,' জানাল ব্রাইস।

ওয়াচ বলল, 'সিন্ডি, আমরা চাই না তুমি আর টেডের সঙ্গে দেখা কর।'

সিন্ডি অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'তোমরা ওকে মারবে না তো?' এ নিয়ে দশবার প্রশ্নটি করল সে।

'ও আর আগের টেড নেই। কাজেই ব্যাপারটা তোমার মেনে নেয়া উচিত,' বলল স্যালি।

'ওকে আমরা মারব না যদি না ও আমাদেরকে মারতে আসে,' বলল ওয়াচ।

সিন্ডি বলল, 'ও তো কারও ক্ষতি করেনি।'

'এখনও করেনি,' গম্ভীর গলায় বলল স্যালি।

তিন

ব্রাইসের বাড়িতে ভ্যাম্পায়ার ধ্বংসের যাবতীয় উপকরণ তৈরি শুরু করে দিল ওরা। তবে একটা সমস্যা দেখা দিল। ওরা জানে না শত্রু সংখ্যা ক'জন এবং ক'টি অস্ত্র বানাতে হবে। কাউকে ওয়্যারহাউজে পাঠানো দরকার। সে গিয়ে দেখে আসবে ওখানে কতগুলো ভ্যাম্পায়ার লুকিয়ে আছে।

'এ কাজে প্রখর বুদ্ধিমত্তা অত্যাবশ্যকীয়,' মন্তব্য করল স্যালি।

'তাহলে তুমি ওয়্যারহাউজে গিয়ে দেখে এসো না ওখানে ওরা কতজন আছে,' বলল সিন্ডি।

'কারণ কি আমার মাথায় সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি?' গর্বের সুরে প্রশ্ন করল স্যালি।

'কারণ তোমাকে সবচেয়ে আগে উৎসর্গ করা যায়,' জবাব দিল সিন্ডি।

'তোমাদের বুদ্ধি আমার পছন্দ হচ্ছে না,' বলল অ্যাডাম। 'আমরা দলে ভারী থাকলে আমাদের শক্তি বেশি থাকে। হয় আমরা একসঙ্গে মিলে ওয়্যারহাউজে হামলা চালাব নচেৎ কেউ যাব না।'

'ফ্লেম থ্রোয়ার থাকলে বেশ ভালো হতো,' বলল ব্রাইস। 'অস্ত্র হিসেবে এর তুলনা নেই।'

'মি. প্যাটনের স্যালভেশন আর্মি স্টোর থেকে একটা ফ্লেম থ্রোয়ার

জোগাড় করা যায় না?' জানতে চাইল ওয়াচ।

মাথা নাড়ল ব্রাইস। 'মিলিটারি এক্সারসাইজের জন্য শহরের বাইরে গেছেন মি. প্যাটন। তিনি SWAT টিমের একজন সদস্য। এদের কাজ হলো ভিনগ্রহবাসীর হামলা কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে তার ট্রেনিং নেয়া। আগামী হপ্তার আগে উনি ফিরছেন না।'

'তার দোকানের তালা ভেঙে ফেললেই হয়,' পরামর্শ দিল স্যালি। 'উনি নিশ্চয় মাইন্ড করবেন না।'

'তা সম্ভব না,' বলল ব্রাইস। 'চোরের হাত থেকে রক্ষা পেতে তিনি দোকানে নানান ফাঁদ পেতে রাখেন। আমরা দোকানে ঢোকার চেষ্টা করলেই আমাদের হাড় মাংস আলাদা হয়ে যাবে।'

'আমরা হলি ওয়াটার জোগাড় করব কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'শহরে কি প্রীস্ট আছেন?'

'ছিলেন, তবে আমাদের শহরের মাননীয়া ডাইনি অ্যান টেম্পলটন প্রীস্টকে তার ছাত্র বানিয়ে দিয়েছে,' বলল স্যালি। 'তিনি এখন বাড়িতে বেকনও খাওয়ার সুযোগ পান না।'

'অ্যান টেম্পলটন এ কাজ কেন করল?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

'সে প্রীস্টের চার্চে গিয়েছিল কনফেশন করতে। কিন্তু প্রীস্ট নাকি মিস টেম্পলটনের কনফেশন সিরিয়াসভাবে গ্রহণ করেননি। তাই সে রেগে যায়,' জানাল ওয়াচ। 'মিস টেম্পলটন প্রীস্টকে বলেছিল সে বহু লোককে জাদু দিয়ে জন্তু জানোয়ার বানিয়ে দিয়েছে। প্রীস্ট ভেবেছিলেন মিস অ্যান ঠাট্টা করছে।'

'মিস টেম্পলটনকে প্রীস্টের নিশ্চয় আজকাল ঠাট্টার বস্তু মনে হয় না,' বলল স্যালি।

'হলি ওয়াটার ছাড়াই কাজ সারতে হবে,' বলল ব্রাইস। হাতে ধরে আছে কাঠের তীক্ষ্ণ একটি গোঁজ। সে নিজের লেদ মেশিন দিয়ে এটা বানিয়েছে। 'ব্যক্তিগতভাবে আমার পছন্দ কঠিন অস্ত্র।'

'আমরা ক'টা গোঁজ নেব সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'প্রত্যেকে চারটা করে,' বলল ওয়াচ। 'সেই সঙ্গে হাতুড়িও থাকবে। তোমাদের বাসায় রসুন আছে, ব্রাইস?'

'না,' বলল ব্রাইস। 'তবে ওয়্যারহাউজ যাওয়ার পথে ফুড স্টোর থেকে রসুন কিনে নেব। তবে ওরা গন্ধহীন যে রসুন বিক্রি করে সেগুলো অবশ্যই কেনা যাবে না।'

'লবণও নিতে হবে,' বলল অ্যাডাম। 'ভ্যাম্পায়ারদের রক্তে লবণ নেই কেন?'

'বোধহয় রসুনের মত লবণের প্রতিও তাদের অ্যালার্জি আছে,' বলল ওয়াচ। 'প্রাচীন আমলে নানান পুজো আর্চায় শয়তান তাড়াতে লবণ ব্যবহার করা হতো। সঙ্গে কিছু খনিজ লবণও নেব।'

'কয়েকটা ফ্লেয়ারও নেয়া দরকার,' বলল ব্রাইস। 'আগুন দেখলে ওরা পালাবার পথ পাবে না।'

'কিন্তু ভ্যাম্পায়াররা না দিনের বেলা ঘুমায়?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'দিনের বেলা হামলা হলে ওরা নিশ্চয় মারামারি করার সুযোগ পাবে না?'

'এ মুহূর্তে হয়তো ওরা ঘুমাচ্ছে,' বলল ওয়াচ। 'তবে ওদের বুকে গজাল ঢোকানোর সময় নির্ঘাৎ জেগে যাবে।'

'বাজি ধরে বলতে পারি জেগে যাবে টেড,' বলল স্যালি।

'চুপ করো!' খেঁকিয়ে উঠল সিন্ডি।

স্যালি কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অন্য দিকে।

ব্রাইস গোঁজের সুচাল ডগায় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে আঙুল বুলাচ্ছে।

সবাই জানে ও কী ভাবছে।

ওয়্যারহাউজে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা তিনটা বেজে গেল। শীত কাল। ছোট দিন। আর দু'ঘণ্টার মধ্যে ঘনিয়ে আসবে সন্ধ্যা।

শহরের প্রান্তে ওয়্যারহাউজ। পুরানো এবং নোংরা। তবে দেখে মনে

হচ্ছে না এটা অনেকদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ওয়াচ বলল স্থানীয় হাই স্কুল বছর কয়েক আগে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে ওয়্যারহাউজটি ভাড়া দিয়েছিল। তারা একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

'ওরা ওয়্যারহাউজের খানিকটা অংশ পরিষ্কার করে নিয়ে ছাদে বাতি ঝুলিয়ে দেয়,' বলল ওয়াচ। 'তবে পলিউরেথেনে-এর বিকট গন্ধ সহ্য করতে পারছিল না ওরা। প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী প্রম কুইন অসুস্থ হয়ে পড়ে গন্ধের চোটে।'

'পলিউরেথেন কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'ফোম রাবার,' বলল ব্রাইস। 'ভয়ানক রকম দাহ্য পদার্থ।'

'এখানে ফোম রাবার এখনও আছে নাকি?' জানতে চাইল স্যালি।

'প্রচুর আছে,' জবাব দিল ওয়াচ। 'তবে পচে গেছে।'

'কিন্তু এখনও ভয়ানক রকমের দাহ্য,' বলল স্যালি।

সবাই একই কথা ভাবছিল। এখানে আগুন লাগিয়ে দিলেই হলো। সবগুলো ভ্যাম্পায়ার পুড়ে মরবে। কিন্তু বলা সহজ করা কঠিন। এত বিশাল ওয়্যারহাউজে দানবগুলোকে কোথায় খুঁজে পাবে ওরা? দিনের আলোতেও কেমন গা ছমছমে একটা আবহ সৃষ্টি করেছে ওয়্যারহাউজ। যেন কালো একটি মেঘ ঢেকে রেখেছে ওদেরকে। ওয়্যারহাউজের দিকে তাকিয়েই গা কেমন শিরশির করে উঠেছে অ্যাডামের। তবে অব্যক্ত পরিকল্পনা নিয়ে সে-ই প্রথমে কথা বলল।

'আমরা এটা করতে পারি না,' বলল সে। 'বিশেষ কোনও কারণ ছাড়া এতবড় একটা ওয়্যারহাউজ ধ্বংস করে দেয়ার অধিকার আমাদের নেই।'

'তোমার সঙ্গে আমিও একমত,' বলল ওয়াচ। 'ভ্যাম্পায়াররা এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে আবার না-ও পারে। তারা যে কোনও জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে।'

স্যালি হাতের গোঁজ এবং ফ্ল্যাশলাইট শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল।

'এসো, কাজটা শেষ করে ফেলি,' বলল সে। 'ওই দানবদের হত্যা করতে পারলে আমার ভালো লাগবে।'

'তুমি নিষ্ঠুর,' সিন্ডি ভর্ৎসনা করল ওকে।

'আমি বাস্তববাদী,' বলল স্যালি। 'এ শহরে বেঁচে থাকতে হলে নিষ্ঠুর হতে হয়।'

সবগুলো দরজা বন্ধ। পেছনের একটা জানালা ভাঙতে হলো ভেতরে প্রবেশ করার জন্য। ভাঙা কাচ ঝনঝন শব্দে পড়ল ভেতরে। ওরা শংকিত হলো। ওরা কি শত্রুপক্ষকে সাবধান করে দিল? নাকি ছড়ানো ফাঁদে পা রাখল?

ভেতরে অন্ধকার এবং ধুলো। রঙচঙ মাখা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে না ঘরে। কদম বাড়াতে জ্বালাতে হলো ফ্ল্যাশলাইট। ওয়্যারহাউজের মূল অংশে চলে এসেছে ওরা। অথচ ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেয়ালের দূর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। ওরা দেখতে পেল অসংখ্য ধাতব শেলফ। শেলফে ফোম রাবার। প্রচুর ম্যাট্রেসও চোখে পড়ল। তবে সবই পুরানো।

ফোম রাবারের গন্ধে ভারী বাতাস।

আরও একটা গন্ধ আছে। গা গোলানো কেমন বিকট একটা গন্ধ।

গন্ধটা যেন ওদের সামনে থেকে আসছে।

'আমার ধারণা ওরা এখানেই আছে,' ফিসফিস করল স্যালি।

'হুঁ,' বলল ওয়াচ। মোটা কাচের আড়াল দিয়ে তাকাল চারপাশে। 'কিন্তু কোথায়?'

'আমি ভ্যাম্পায়ার হলে,' বলল ব্রাইস, 'এই ফোম রাবারের নিচে লুকিয়ে থাকতাম।'

'আর আমি ভ্যাম্পায়ার হলে বাস করতাম শহরের সবচেয়ে সেরা হোটেলের সুইটে,' বলল স্যালি। 'এবং দিনের বেলা ঘুমাতাম সোনার

কফিনে।'

'ভাগ্যিস তুমি ভ্যাম্পায়ার হওনি,' বলল সিন্ডি।

'এখানকার সবগুলো ফোম রাবারের স্তূপ উল্টে দেখা সম্ভব নয়,' বলল অ্যাডাম। 'তাহলে রাত হয়ে যাবে।'

ওয়াচ বলল, 'একটা কাজ করা যাক। এই বিশ্রী গন্ধ শুঁকে সামনে এগোই চলো। যেখানে গন্ধটা জোরালো ঠেকবে ওখানকার ফোম রাবারের স্তূপ খুঁজে দেখব।'

প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউজে অনেকক্ষণ পা টিপে টিপে চলল ওরা। একটা জায়গায় এসে থমকে গেল। এখানে গন্ধটা বেশ জোরালো। কিন্তু এদিকটাতে ফোম রাবারের অনেকগুলো স্তূপ। কোনটার মধ্যে খুঁজবে বুঝতে পারছে না ওরা।

'ভ্যাম্পায়ারের দল চারদিক থেকে না আবার ঘিরে ফেলে আমাদেরকে,' ফিসফিসিয়ে বলল স্যালি।

'এ মুহূর্তে একটি ফ্লেম থ্রোয়ারের বড্ড দরকার ছিল,' বলল ব্রাইস।

'যা আছে তা দিয়েই কাজ সারতে হবে,' বলল ওয়াচ। ডান দিকের ফোম রাবারের স্তূপে ইংগিত করল। 'এটা উল্টে দেখি নিচে কিছু আছে কিনা।'

'যদি ওটার নিচ থেকে লাফ দিয়ে ভ্যাম্পায়ার বেরিয়ে এসে আমাদেরকে খেয়ে ফেলে?' বলল সিন্ডি।

'আমাদেরকে খাবে না,' বলল স্যালি। 'শুধু শুষে নেবে রক্ত। তারপর আমরা হয়ে যাব নিশাচর। আমরাও রাতের আঁধারে মানুষের রক্ত পান করার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠব।'

বিরতি দিল সে। 'তুমি না এসব ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস কর না?'

'এখানে যে কোনও কিছু ঘটতে পারে,' মৃদু গলায় বলল সিন্ডি।

ওর মন্তব্যর মাজেজা উপলব্ধি করতে পারছে সবাই। এখানকার পরিবেশটা কেমন ভৌতিক এবং অশুভ। ছমছম করে গা।

ওয়াচের দেখিয়ে দেয়া ফোম রাবারের স্তূপটা ওরা সবাই মিলে ঠেলতে লাগল। দড়াম করে উল্টে পড়ল স্তূপ। ধুলোর একটা মেঘ মুহূর্তের জন্য ওদেরকে অন্ধ করে দিল। পলিউরেথেনের বিকট গন্ধ যেন বন্ধ করে দিল দম। সুস্থির হয়ে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল।

তারপর ওরা তাকে দেখতে পেল। ভ্যাম্পায়ারটিকে।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা।

গায়ের রঙ টেডের মতই ফ্যাকাসে সাদা।

মুখখানা মোমের মত নিষ্প্রাণ।

'বোধহয় মরে গেছে,' হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করল অ্যাডাম।

'বোকার মত কথা বোলো না,' ফিসফিস করল স্যালি। 'ও ঘুমাচ্ছে।'

'আমাদের কথা কি শুনতে পাচ্ছে?' জানতে চাইল সিন্ডি।

'ওকে ধরে নাড়া দাও। তাহলেই এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে,' বলল স্যালি।

'ওর গা ধরতে পারব না আমি,' বলল সিন্ডি।

'আমিও ওর শরীর স্পর্শ করতে চাই না,' বলল অ্যাডাম।

'আমাদের মন শক্ত করতে হবে,' একটা কাঠের গোঁজ তুলে ধরল ব্রাইস।

'যে কাজে এসেছি ওটা শেষ করব। স্যালি, আমি গোঁজটা ওর বুকের ওপর ঠেসে ধরছি। তুমি হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দেবে।'

ইতস্তত করছে স্যালি।

'ওয়াচ বরং কাজটা করুক,' বলল ও। 'আমার চেয়ে ওর গায়ে শক্তি বেশি।'

'স্যালি মুখেই বকবক করে বেশি। কাজে অষ্টরম্ভা,' বলল সিন্ডি।

'তোমার এত সাহস থাকলে তুমি করো না। যাও!' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি।

'আমার অত সাহস নেই স্বীকার করছি,' বলল সিন্ডি।

'শোনো,' বলল ওয়াচ। 'ভ্যাম্পায়ারের সামনে দাঁড়িয়ে এসব তর্ক করার কোনও মানে হয় না। ব্রাইস, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমরা সবাই পিছিয়ে যাও। চাই না ওটা জেগে উঠে তোমাদের কারও ওপর হামলে পড়ুক।'

'আমি তোমার সঙ্গে থাকছি,' বলল অ্যাডাম, ফ্লেয়ার নিয়ে রেডি।

'ওটা জেগে উঠলেই মাত্র মুখে আগুন ছুঁড়ে মারব।'

'এই তো সাহসী ছেলের মত কথা,' বলে পিছিয়ে গেল স্যালি।

তিনটি ছেলে নিঃশব্দে এগোল ভ্যাম্পায়ারের দিকে। মাটিতে প্রায় এক মিটার জায়গা দখল করে শুয়ে আছে ওটা। চোখ বোজা। বুকের ওপর জড়ো করে রাখা হাত। গোঁজ ঢোকাতে হলে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে হবে হাত। ভ্যাম্পায়ারটার বয়স চল্লিশের কোঠায়। ইউরোপীয় নিশ্চয়। নিথর মুখেও কেমন নিষ্ঠুর একটা ভাব।

ব্রাইস লোকটার বুকের দিকে হাত বাড়াল।

ওকে বাধা দিল ওয়াচ। 'গোঁজ দিয়ে ঠেলে বুকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে দাও।' পরামর্শ দিল সে। 'একান্ত প্রয়োজন না হলে শরীর স্পর্শ করব না।'

'ঠিক বলেছ,' বলল ব্রাইস। সে কাঠের গোঁজের ডগা ভ্যাম্পায়ারের কনুইয়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর আস্তে করে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিল হাত। কী ঘটছে ভ্যাম্পায়ার যদি বুঝতে পেরেও থাকে চেহারায় কোনও ভাব ফুটল না। ভ্যাম্পায়ারের বুকে কাঠের গোঁজ ঠেকানোর সময় হাত কাঁপতে লাগল ব্রাইসের। ভ্যাম্পায়ার শিকারের কাজটা খুব কঠিন এবং ভয়ংকর। কিন্তু কাউকে না কাউকে কাজটা তো করতেই হবে। কিন্তু ওরা ছাড়া কে করবে?

ব্রাইস ভ্যাম্পায়ারের কালো শার্টে গোঁজের ডগা ঠেকাল।

ভ্যাম্পায়ার আগের মতই নিশ্চল পড়ে আছে।

'রেডি?' ওয়াচ জিজ্ঞেস করল ব্রাইসকে। সে হাতুড়ি তুলল।

মাথা ঝাঁকাল ব্রাইস। আড়ষ্ট চেহারা।

'আমার হাতে আবার মেরে বোসো না,' বলল ও।

'গোঁজটিকে নাড়িও না,' মাথার ওপর হাতুড়ি তুলল ওয়াচ।

'মারো এখন,' ফিসফিস করল অ্যাডাম। ফ্লেয়ার ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত।

ওয়াচ নামিয়ে আনল হাতুড়ি।

তবে গোঁজের ওপর ওটা পড়ল না।

তার আগেই জেগে গেল ভ্যাম্পায়ার।

চট করে গোঁজটি ধরে ফেলল সে, টান মেরে ফেলে দিল। ওয়াচের হাতুড়ি সরাসরি পড়ল তার বুকের ওপর। ব্যথায় আর্তনাদ ছাড়ল ভ্যাম্পায়ার। হাঁ হয়ে গেল মুখ, হাতের ধারাল নখ বাগিয়ে ধরল সে। খপ করে চেপে ধরল ব্রাইসের দুই হাত। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগল ব্রাইস। কিন্তু নিষ্ফল হলো চেষ্টা। উঠে বসল ভ্যাম্পায়ার। ব্রাইসের ঘাড়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছে মুখ।

ওয়াচ দড়াম করে হাতুড়ির বাড়ি মেরে বসল ভ্যাম্পায়ারের মাথায়।

বাড়িটা মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় করে তুলল দানবকে।

'জলদি অ্যাডাম!' চিৎকার দিল ওয়াচ। 'ফ্লেয়ার জ্বালাও!'

অ্যাডামের হাতের ফ্লেয়ার জ্বলে উঠল। সে আগুন ছুঁড়ে দিল ভ্যাম্পায়ারের মুখ লক্ষ্য করে। বিকট আর্তনাদ করে ব্রাইসকে ছেড়ে দিল দানব।

তারপর অ্যাডামকে ধরার চেষ্টা করল।

ওয়াচ আবারও ভ্যাম্পায়ারের মাথায় কষিয়ে দিল হাতুড়ির বাড়ি।

'ফোম রাবারে ফ্লেয়ার ছোঁড়ো!' চেঁচাল সে, 'জ্বালিয়ে দাও!'

অ্যাডাম তা-ই করল।

সাথে সাথে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল পুরানো ম্যাট্রেস।

ভ্যাম্পায়ার সিধে হওয়ার চেষ্টা করছে, দলটা লাফ মেরে পিছিয়ে

এল। আগুন ছোবল মারল ভ্যাম্পায়ারকে। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল ওটা। আগুনের শিখা দানবটাকে জড়িয়ে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে, ওটার চামড়া পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। টলতে টলতে ভ্যাম্পায়ার থাবা বাড়িয়ে ওদের দিকে এগোবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পিছলে পড়ে গেল জ্বলন্ত ফোম রাবারের স্তূপে।

কালো ধোঁয়া উঠছে ছাদের দিকে। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হওয়ার দশা। ওরা সবাই কাশতে লাগল।

'এখান থেকে বেরোও সবাই।' চেঁচাল ওয়াচ। 'পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন।'

ওরা জানালার দিকে ছুটল। কিন্তু ওখানে পৌছার আগেই ফোম রাবারের স্তূপগুলোতে একযোগে আগুন ধরে গেল। ওয়্যারহাউজের ভেতরটা বিষাক্ত অগ্নিশিখার বিরাট একটি খাদে পরিণত হলো। লম্বা লকলকে জিভ বের করে ছাদ ছুঁতে চাইছে অগ্নিশিখা। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে সিন্ডির প্রায় জ্ঞান হারাবার দশা। অ্যাডাম ওকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল খোলা জানালায়।

ওদের পেছনে, অগ্নিকুণ্ডের নরক থেকে ভেসে এল জান্তব আর্তনাদ।

ওরা একটু পরে বেরিয়ে এল ওয়্যারহাউজ থেকে। গোটা ওয়্যারহাউজ জ্বলছে দাউদাউ করে। তীব্র দাবদাহে চামড়া পুড়ে যাবার মত অবস্থা। ওরা ওয়্যারহাউজের সামনে থেকে সরে এল।

'আমরা পেরেছি,' খুশি খুশি গলায় বলল স্যালি।

'আগুনের কবল থেকে একটা ভ্যাম্পায়ারও বাঁচতে পারবে না,' বলল ব্রাইস।

অ্যাডাম ফিরল ওয়াচের দিকে। সে জ্বলন্ত ওয়্যারহাউজের দিকে আড়ষ্ট ভঙ্গি নিয়ে তাকিয়ে আছে। 'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'ওই ভ্যাম্পায়ারগুলোর যদি কোনও রানি থেকে থাকে,' বলল ওয়াচ, 'হয়তো অনেক প্রাচীন সে। তার মত প্রাচীন একজন ভ্যাম্পায়ার এত

সহজে ধ্বংস হবার নয়।'

'আরও ভ্যাম্পায়ার বেঁচে আছে বলে মনে হয় না আমার,' বলল স্যালি।

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে,' বলল ওয়াচ। 'কাজেই আমি তোমাদের মত খুশি হতে পারছি না।'

'তাহলে আমাদের করণীয় কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

শার্ট দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াচ।

'কোনও অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নেয়া দরকার।'

চার

বুড়ো বামকে খুঁজছে ওরা। সে এক সময় স্পুকসভিলের মেয়র ছিল। পরে ডাইনি অ্যান টেম্পলটনের অভিশাপে দৈন্যদশায় পড়তে হয় তাকে। কিন্তু বামকে কোথাও পেল না ওরা। ভাবছে পরামর্শের জন্য ডাইনির কাছে যাবে কিনা।

'কিন্তু সে তো আমাদেরকে তার কাছে যেতে নিষেধ করেছে,' বলল অ্যাডাম। 'আমরা বিপদে পড়লেই তার কাছে যাই বলে অ্যান টেম্পলটন খুব বিরক্ত হয়।'

'গোটা শহর এখন ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছে,' বলল ব্রাইস। 'এটা আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। গেলে হয়তো সাহায্য করবে।'

'সাহায্য হয়তো করবে। তবে পরে আমাদেরকে ব্যাঙ বানিয়ে দিতে পারে,' বলল স্যালি।

'সে অমন কাজ কখনও করে না,' বলল অ্যাডাম।

'সন্ধ্যা হয়ে আসছে,' বলর সিন্ডি। 'রাতের বেলা ডাইনির প্রাসাদে যাওয়ার কোনও শখ নেই আমার।'

'কিন্তু শহরে যদি এখনও ভ্যাম্পায়ার ঘুরে বেড়াতে থাকে,' বলল উইচ। 'আশ্রয়ের জন্য ডাইনির প্রাসাদ হতে পারে নিরাপদ স্থান। ভ্যাম্পায়ার রুখে দেয়ার ক্ষমতা তার নিশ্চয় আছে।'

'আমি ভরসা পাচ্ছি না,' বলল স্যালি।

'ভোট করা যাক,' প্রস্তাব দিল অ্যাডাম। 'যারা অ্যান টেম্পলটনের প্রাসাদে যেতে চাও তারা বলো, 'অয়ি।'

ওয়াচ এবং ব্রাইস বলল 'অয়ি।' একটু ইতস্তত করে অ্যাডামও ওদের সঙ্গে যোগ দিল। স্যালি শুধু মাথা নাড়ল। আর সিন্ডি এমনভাবে হাই তুলল যেন খুবই ক্লান্ত।

'আমি বাড়ি যাব,' বলল ও। 'একদিনের জন্য শরীরের ওপরে যথেষ্ট ধকল গেছে।'

'এখনও সবগুলো ভ্যাম্পায়ার ধ্বংস করতে পারিনি আমরা,' বলল ব্রাইস। টেডের উদাহরণ টানল।

'ওকে একটু একা থাকতে দাও না!' ধমকে উঠল সিন্ডি। 'তোমরা কথা দিয়েছিলে ওকে বিরক্ত করবে না।'

'এরকম কোনও কথা দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না,' বলল স্যালি।

হাত তুলল ওয়াচ। 'তুমি যদি কথা দাও ওর ধারেকাছেও ঘেঁষবে না, আমরাও ওকে ঘাঁটাব না। ঠিক আছে, সিন্ডি?'

মাথা নাড়ল সিন্ডি। 'আচ্ছা।'

ওর পিঠ চাপড়ে দিল অ্যাডাম। 'বাড়ি যাও। গিয়ে একটু বিশ্রাম নাওগে। পরে দেখা হবে।'

মাথা দোলাল সিন্ডি। পা বাড়াল বাড়ির দিকে।

অন্যরা এগোল ডাইনির প্রাসাদে।

প্রাসাদের দরজা খুলে দিল অ্যান টেম্পলটন নিজেই। যেন ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল সে। তার পরনে বেগুনি আলখেল্লা। লম্বা, কালো চুল এলিয়ে আছে পিঠে, সবুজ, ঝকঝকে চোখে রহস্যময় শক্তির স্ফুরণ। অ্যাডামের চোখে অ্যান টেম্পলটনের মত সুন্দরী নারী হয় না। মুচকি হেসে ওদেরকে নিয়ে পাথরের একটি ঘরে ঢুকল সে। এ ঘরে আগেও এসেছে ওরা। ঘরের মাঝখানে লম্বা একটি কাঠের টেবিল, প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেসে চড়চড় শব্দে পুড়ছে কাঠ। ফায়ারপ্লেসের আগুন ভৌতিক

লাল একটা আভা ফেলেছে ঘরে। অ্যান ওদেরকে বসতে বলল। পান করতে দিল পানীয়। সোনার পানপাত্রে লাল তরল। তবে ডাইনি নিজে কিছু পান করল না।

'ভয় নেই,' ওদেরকে ইতস্তত করতে দেখে বলল টেম্পলটন। 'এটা রক্ত নয়।'

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'লাল শেরিয়েড,' জানাল অ্যান টেম্পলটন।

ওরা লাল তরলটা পান করল। খেতে মন্দ না।

'আপনি বোধহয় জানেন আমরা কেন এখানে এসেছি,' বলল অ্যাডাম।

'জানি ,' বলল অ্যান। 'তবু তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাই।'

ভ্যাম্পায়ারের গল্প বলল ওরা। শুরু করল টেনিস কোর্টে টেডের অজ্ঞান হয়ে পড়ার ঘটনা নিয়ে। উপসংহার টানল ওয়্যারহাউজ ধ্বংসের বর্ণনার মাধ্যমে। মনোযোগ দিয়ে শুনছিল অ্যান টেম্পলটন। শোনার পরে কপালে ভাঁজ পড়ল তার।

'তোমরা একটা কথা বলতে ভুলে গেছ,' বলল সে। 'টেড গত রাতে জ্ঞান হারাবার আগে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল। কী বলছিল?'

'বলছিল "শাটোর",' বলল ওয়াচ। 'তারপর "রানি" শব্দটি উচ্চারণ করে সে। আমাদের ধারণা সে বলতে চেয়েছে ভ্যাম্পায়ারের রানি শাটোর।'

মুখ ভঙ্গি বদলে গেল অ্যান টেম্পলটনের।

'শাটোর,' ফিসফিস করল সে। সে এত শক্তিশালী ডাইনি, তবু এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ভয় পেয়েছে অ্যান। শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল জল নামল যেন। শিউরে উঠল। অবশ্য পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে। সবার ওপর এক এক করে চোখ বুলাল। 'তোমাদের লড়াই শেষ হয়নি। শাটোর মারা যায় নি।'

‘আপনি এত নিশ্চিন্ত হলেন কী করে?’ জিজ্ঞেস করল স্যালি।

‘সে অমন খোলা জায়গায় লুকাবে না,’ ব্যাখ্যা দিল ডাইনি।

‘সে খুবই চালাক ভ্যাম্পায়ার। তোমরা যে জায়গার কথা কল্পনাও করতে পারবে না সে লুকিয়ে থাকবে সেখানে।’ বিরতি দিল অ্যান টেম্পলটন। দূরে যেন চলে গেল দৃষ্টি। ‘ওর উপস্থিতি আশপাশে টের পাচ্ছি আমি।’

‘কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

মাথা নাড়ল ডাইনি। ‘সঠিকভাবে বলতে পারব না। শাটোর শুধু মানুষ নয়, আমার কাছ থেকেও নিজেকে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে। তবে ও এখনও শহরে আছে। তোমাদের ওপর শোধ নেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।’

‘আপনি ওর কথা জানলেন কী করে?’ জানতে চাইল ওয়াচ।

‘আমরা ডাইনিরা সব জানি,’ বলল অ্যান টেম্পলটন। ‘শাটোর অতি প্রাচীন এক ভ্যাম্পায়ার। সেই আটলান্টিসের আমল থেকে সে বেঁচে আছে। সকল ভ্যাম্পায়ারদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সে।’

‘সে কি সবসময়ই ভ্যাম্পায়ার ছিল?’ জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

‘জানতে চাইছ ভ্যাম্পায়ার হিসেবে তার জন্ম কিনা?’ বলল অ্যান টেম্পলটন। ‘না। ভ্যাম্পায়ারদের সন্তান হয় না। শাটোরের জন্ম হয়েছিল আর দশটা সাধারণ মেয়ে শিশুর মতই। সে এক লম্বা ভয়ের গল্প। আমি বলতে চাইছি না। হয়তো দরজার ওপাশেই সে হাঁটাহাঁটি করছে। শুনছে আমাদের কথা।’

‘কিন্তু ওকে ধ্বংস করতে হলে ওর সম্পর্কে তো জানতে হবেই,’ বলল ওয়াচ।

‘তা ছাড়া আমরা ভয়ের গল্প শুনতে খুব ভালোবাসি,’ বলল স্যালি।

ভাবনায় ডুবে গেল অ্যান টেম্পলটন। আবার দূরাগত হয়ে উঠল তার চাউনি। তারপর মৃদু, নরম গলায় বলতে শুরু করল।

'শাটোরের গল্পে ভয়ের চেয়ে করুণ রস বেশি। গল্পের শুরু তার মা প্রিন্সেস কিয়েলকে নিয়ে। তার সঙ্গে প্রিন্স রাঙ্কটের বিয়ে হয়। কিয়েল ছিল গোটা আটলান্টিসের রানি। তার ছিল একডজন মেয়ে। তবে ছেলের বড় শখ ছিল তার। ছেলে হলে সে রাজ্যের রাজা হতে পারবে। প্রতিবার একটি করে মেয়ে সন্তানের জন্ম দিত কিয়েল আর অভিশাপ দিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে। ত্রয়োদশবারের মত গর্ভবতী হয় কিয়েল। এবারও জন্মগ্রহণ করে একটি মেয়ে। মেয়েটি ছিল খুবই কুৎসিত এবং বিকলাঙ্গ। এরকম হওয়ার কারণ কিয়েল যে অভিশাপ দিয়েছে সেই সব অভিশাপ লেগেছে তার মেয়ের গায়ে। মেয়েটির একটি পা ছিল অন্যটির চেয়ে খাটো, একটা হাত ছিল বাঁকা, কান ছিল কিম্ভূত। কিয়েল তার বিকট চেহারার মেয়েকে অভিশাপ দেয়। নাম রাখে শাটোর। শাটোর অর্থ যে মৃত্যু ডেকে আনে।

'কিয়েল শাটোরকে মোটেই ভালোবাসত না। সে তার ভাইকে হুকুম দেয় শাটোরকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতে। যাতে বনের জন্তুরা খেয়ে ফেলে অসহায় মেয়েটিকে। কিয়েলের ভাই হারোম দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে শাটোরকে নিয়ে জঙ্গলে যায়। কাজটা করার মোটেই ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু পরাক্রান্তশালী বোনকে সে যমের মত ডরাত। সে জঙ্গলে যেতে যেতে বাচ্চাটাকে দেখছিল। বাচ্চার একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও স্বাভাবিক ছিল না। শুধু চোখজোড়া ছাড়া। চোখ ছিল টলটলে নীল এবং স্বচ্ছ। বাচ্চার চোখের দিকে তাকিয়ে মন আরও নরম হয়ে যায় হারোমের। সে বুঝতে পারে এ শিশুকে হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তার কী করার আছে? সে জানত কিয়েল একটা উন্মাদিনী। বাচ্চাটাকে হত্যা না করলে কিয়েলই উল্টো হারোমকে মেরে ফেলবে।

'বাচ্চা নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গায় চলে আসে হারোম। ওখানে কোমর সমান লম্বা একটি চকচকে গাছের গুঁড়ি ছিল। এখানে বাচ্চাটাকে ফেলে রেখে যাবে কিনা ভাবছিল সে। কিন্তু সায় দিচ্ছিল না মন। কারণ জানত এখানে বাচ্চাটাকে রেখে গেলে একঘণ্টাও

টিকতে পারবে না। সে বুঝতে পারছিল বিরাট একটা পাপ করছে অসহায় শিশুটিকে এভাবে ফেলে রেখে। কিন্তু অন্য কিছু করার ছিল না বলে শিশুটিকে সে ওই গাছের গুঁড়ির ওপর রেখে নিজের গন্তব্যে পা বাড়ায়।

'ওই সময় ঘটে যায় এক অলৌকিক ঘটনা। হারোম লক্ষ করে বাচ্চাটার বিকলাঙ্গতা তার শরীরে ভর করতে শুরু করেছে। সে একেক কদম ফেলছে আর বিকৃত হয়ে উঠছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তার একটা পা খাটো হয়ে যায়, আরেকটা পা ফুলে হয়ে যায় ঢোল। তৃতীয় কদমে তার ডান গালে গজিয়ে যায় মস্ত আঁব। সে ফাঁকা জায়গার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে, ততক্ষণে শাটোরের মত চেহারা হয়ে গেছে তার। সে বুঝতে পারছিল প্রকৃতি তাকে হুকুম দিচ্ছে কিয়েলের ভয় জয় করে বাচ্চাটাকে রক্ষা করার জন্য। নইলে প্রকৃতির অভিশাপে বাকি জীবনটা তাকে এভাবেই কাটাতে হবে।

'মনস্থির করে ঘুরে দাঁড়ায় হারোম। বাচ্চাটার দিকে আবার পা বাড়িয়েছে, শরীরের বিকৃতি এক এক করে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। শাটোরকে সে যখন আবার কোলে তুলে নিয়েছে, ততক্ষণে সে আবার আগের মত সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ। তবে বাচ্চাটা আগের মতই কদাকার এবং কুৎসিত রয়ে গেছে। শিশুটিকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছিল না হারোম। তার কাছে খাবার নেই, টাকা নেই। কার কাছে সাহায্য চাইবে তাও জানে না।

'ওই সময় জঙ্গলে জাই নামে এক শক্তিশালী জাদুকর বাস করত। জাই ভয়ানক বুড়ো। জাদুর সাহায্যে দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে ছিল সে। সে কিয়েলের অভিশাপ এবং শাটোরের বিকলাঙ্গতার কথা জানত। হারোম বাচ্চাটিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার পর থেকে সে ওদেরকে অনুসরণ করে চলছিল। সে জাদুকর হিসেবে মন্দ ছিল না। তবে শিশুটিকে রক্ষার কোনও ইচ্ছাও তার ছিল না। আসলে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে চাইত না জাই। তবে হারোমকে বাচ্চাসহ অসহায় অবস্থায় দেখে তার

মায়া লেগে যায়। সে ওদেরকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

'হারোম জাইকে দেখে খুব খুশি হয়। অনুরোধ করে জাই যেন বাচ্চাটাকে লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাচ্চার চোখের দিকে তাকিয়ে জাই'র মনও গলে যায়। তবে সে একটা শর্ত জুড়ে দেয়– বড় হবার পরে শাটোরকে নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে হবে এবং সে রানি হবে। এ শর্তে রাজি হয়ে যায় হারোম। তবে বুঝতে পারছিল না এটা কীভাবে ঘটবে।

'জাই শাটোরকে নিয়ে জঙ্গলে, নিজের গুহায় চলে আসে। তাকে লালনপালন শুরু করে। তবে কাজটা সহজ ছিল না মোটেই। কারণ বেশিরভাগ সময় অসুস্থ থাকত শাটোর। শারীরিক বিকলাঙ্গতা তার শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও ক্ষতি করেছিল। জাই তাকে ছাগলের দুধ খাওয়াত। কিন্তু ওটা হজম করতে পারত না শাটোর। মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানান ভেষজ ওষুধ খাওয়াতে হতো। প্রথম দশ বছর শাটোর শুধু জাই'র তৈরি ভেষজ চা-ই খেয়েছে, অন্য কিছু গলা দিয়ে নামেনি তার।

'বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাটোর জানতে চাইছিল সে কে, কোত্থেকে এসেছে, তার আসল বাবা-মা কোথায়, তাদেরকে সে দেখতে পাচ্ছে না কেন ইত্যাদি। জাই বানিয়ে বানিয়ে জবাব দিত। তবে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী শাটোর বুঝে ফেলত তাকে মিথ্যা বলছে জাই। সে এক সময় জোর করে সত্য কথাটা জেনে নেয়। এবং জানার পরে প্রবল বেদনায় ভেঙে পড়ে। জাই'র আফসোস হচ্ছিল কেন সে সত্যি কথাটা বলতে গেল।

'শাটোর বড় হয়ে উঠছিল। সে প্রকৃতিগতভাবেই প্রচণ্ড এক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। পণ্ডিতরা বলতেন শাটোরের জন্ম হয়েছে প্রকৃতির প্রতিশোধ নেয়ার যন্ত্র হিসেবে।

'শাটোরের অলৌকিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বড় হওয়ার পরে তাকে আরও ভয়ংকর দেখাত। সে জাই'র কাছ থেকে শিখে নিচ্ছিল জাদু বিদ্যা,

ভেষজ ওষুধ তৈরির কলাকৌশল এবং আলকেমি রহস্য। জাই'র সমস্ত জাদুবিদ্যা শিখে নেয় শাটোর।

'দুর্লভ একটি ক্ষমতার অধিকারী ছিল সে- কী ঘটবে তা আগেই উপলব্ধি করতে পারত। সে পূর্ণিমার রাতে একাকী ঘুরে বেড়াত অরণ্যে। রাতের অনেক গোপন রহস্য জানতে পারত। চাঁদ তাকে দিত নানান তথ্য।

'শাটোর কীভাবে ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হয় তা আরও রহস্যই রয়ে গেছে। যদ্দুর জানা যায়, মানুষ বলি দেয়ার মাধ্যমে এ ঘটনা ঘটে। এক রাতে জাই তার প্রিয় বৃক্ষের নিচে বসে তামাক খাচ্ছিল, এমন সময় শাটোর শিকলে বাঁধা হারোমকে নিয়ে ওখানে হাজির হয়ে যায়। জাই জানত না শাটোর তার মায়ের রাজ্যে গিয়ে হারোমকে বিছানা থেকে সোজা তুলে এনেছে। জাই শাটোরকে বলেছিল কোন্ পরিস্থিতিতে হারোম তাকে জঙ্গলে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু শাটোর তার মামাকে অভিযুক্ত করে তাকে অপহরণ করে জঙ্গলে নিয়ে আসার জন্য। সে প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। সে মামার রক্তে গোসল করে সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী হতে চাইছিল। কে যেন তাকে বলেছিল রক্ত পান করলে অনন্তযৌবনা হওয়া যায়। বিশেষ একটি ফর্মূলা অনুসরণ করতে হয়। তবে ওই ফর্মূলার কথা আমি নিজেও জানি না। শুধু জানি শাটোর পূর্ণিমা চাঁদের সমস্ত শক্তি আহ্বান করছিল এবং পান করছিল হারোমের রক্ত। সে হারোমের শরীরের সমস্ত রক্ত পান করে।'

'জাই কি এ পরিবর্তন নিজের চোখে দেখেছে?' বাধা দিল ওয়াচ।

'হ্যাঁ,' বলল অ্যান টেম্পলটন।

'সে শাটোরকে বাধা দেয়নি কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'আপনি বললেন সে ভালো জাদুকর ছিল। সে তো জানত শাটোর খারাপ কাজ করছে।'

অ্যান টেম্পলটন বলল, 'সে বাধা দেয়নি কারণ সে শাটোরকে

ভালবাসত। শাটোর বলেছিল একমাত্র এভাবেই সে সুন্দরী হয়ে উঠতে পারবে। শাটোরের কথা বিশ্বাস করেছিল জাই। শাটোর ওই ফর্মূলা অনুসরণ করে সত্যি সুন্দরী হয়ে ওঠে। তবে হারোম মারা যাবার পরে শাটোর বুঝতে পারে শুধু রাতের বেলা সে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারবে। কারণ দিনের আলো সহ্য হতো না তার। আর সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য প্রতিরাতে পান করতে হবে তাজা রক্ত। শাটোর শুধু সুন্দরীই নয়, প্রচণ্ড ক্ষমতাশালীও হয়ে উঠেছিল। শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই। আর বুড়িয়ে যায়নি সে। শুধু তাই নয়, সে যেসব লোকের রক্তপান করেছে তারাও তার মত ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছে।'

'আর জাই কী করল?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'জাই'র কোনও পরামর্শ কানে তোলেনি শাটোর,' জবাব দিল অ্যান টেম্পলটন। 'শাটোর প্রথম যে মানুষটিকে ভাম্পায়ারে রূপান্তরিত করে সে ছিল জাই। জাই এখনও তার সঙ্গে আছে।'

'সে কি মন্দ মানুষ?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

কাঁধ ঝাঁকাল ডাইনি। 'সে পঞ্চাশ হাজার বছর বয়সী এক ভ্যাম্পায়ার। তবে অতীতের কথা যেহেতু তার মনে আছে এবং ভ্যাম্পায়ার হবার ইচ্ছে তার ছিল না কাজেই বলতে পারি সে মন্দ প্রকৃতির নয়।'

'শাটোর কি দেশে ফিরে তার মা'র ওপর প্রতিশোধ নিতে পেরেছিল?' জানতে চাইল ওয়াচ।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল অ্যান টেম্পলটন। 'নিজের প্রচণ্ড ক্ষমতা এবং বিপুল সংখ্যক ভ্যাম্পায়ার নিয়ে সে তার মা'র রাজ্যে হামলা চালায়। শাটোর তার মাকেও ভ্যাম্পায়ারে পরিণত করে। এবং মাকে বাধ্য করে চাকরানি হতে। তবে শাটোর তার বাবা রাজা রাঙ্কটের সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইতে পেরে ওঠেনি। রাজা শাটোর এবং তার অনুগতদের বের করে দেয় রাজ্য থেকে। বেশিরভাগের কল্লা কাটা পড়েছিল তবে অল্প ক'জন

বেঁচে যায়। সেই ভ্যাম্পায়ারগুলো এখন আতংকের সৃষ্টি করছে।'

'শাটোর এখানে এল কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'এবং এ সময়ে কেন?'

'স্পুকসভিল হলো অফুরন্ত শক্তির আধারের একটি শহর,' বলল অ্যান টেম্পলটন। 'শাটোরের শক্তি ক্রমে কমে আসছিল। এখান থেকে সে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে চেয়েছে।'

'কিন্তু ওকে থামাবার উপায় কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'ওর বুকের মধ্যে কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে দিলেই একমাত্র ওকে হত্যা করা সম্ভব,' জানাল ডাইনি।

'এ কথা আগেই জানি,' বলল স্যালি।

'কিন্তু আপনি আপনার শক্তি দিয়ে ওকে কজা করতে পারবেন না?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল অ্যান টেম্পলটন। 'তা হয়তো সম্ভব। কিন্তু ওর সঙ্গে সরাসরি লড়াই করতে গেলে স্পুকসভিল শহর পরিণত হবে ধ্বংসস্তূপে।'

'কিন্তু আমরা কীভাবে ওকে ধ্বংস করতে পারব সে ব্যাপারে তো কিছু বললেন না,' বলল স্যালি।

'তোমরা তাকে কীভাবে ধ্বংস করবে সেটা তোমাদের ব্যাপার,' বলল ডাইনি। 'তবে আমি এর মধ্যে জড়াতে চাই না।'

'তাহলে আপনি কী করবেন?' উষ্মা স্যালির কণ্ঠে। 'প্রাসাদে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন? কাল রাতের মধ্যে এ শহর ভ্যাম্পায়ারদের শহর হয়ে যেতে পারে তা জানেন?'

কটমট করে ওর দিকে তাকাল অ্যান টেম্পলটন। 'আমি আমার প্রাসাদে চুপচাপ বসে থাকব। কারণ বললামই তো শাটোরের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়ালে তোমরা কেউ বাঁচবে না।'

সিধে হলো ওয়াচ। 'শাটোর সম্পর্কে তথ্য দেয়ার জন্য অনেক

ধন্যবাদ, মিস টেম্পলটন। আশা করি আমরা নিজেরাই ভ্যাম্পায়ারের রানিকে ধ্বংস করতে পারব।'

আসন ছাড়ল অ্যান টেম্পলটন। ইংগিত পরিষ্কার– মীটিং শেষ। এবার যে যার বাড়ি যাও। তার ঠোঁটে আবছা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'শাটোর তার হাজার হাজার শত্রু নিধন করেছে,' বলল সে। 'সে তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করবে। তবে তোমাদের মনের খবর জানার ক্ষমতা তার নেই। তার দুর্বল কিছু দিক নিশ্চয় আছে। তবে আমি নিজেও তা জানি না।' বিরতি দিয়ে মাথা দোলাল সে। 'তোমাদের সৌভাগ্য কামনা করছি। শাটোরের সঙ্গে লড়াইতে জিততে ভাগ্যের সহায়তা খুব দরকার হবে তোমাদের।'

পাঁচ

বন্ধুদের মিথ্যা বলেছে সিন্ডি ম্যাকে। মিথ্যা বলার কারণ তার মনটা অত্যন্ত নরম। টেড টেনকে সে না দেখে থাকতে পারছিল না। সে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সোজা হাঁটা দিল হাসপাতালে।

তবে হাসপাতালে ঢুকেই ক্লাস মেটের সঙ্গে দেখা করা গেল না। অপেক্ষা করতে হলো। সন্ধ্যার পরে এল শ্যারন নামের সেই নার্সটি। সে সিন্ডিকে টেডের রুমে নিয়ে গেল।

'বেশিক্ষণ কিন্তু কথা বলা যাবে না,' সতর্ক করে দিল নার্স।

'ও এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি।'

'আজ সকালে ওকে যেমনটা দেখে গিয়েছিলাম এখন কি তারচেয়েও খারাপ দশা?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সিন্ডি।

হাসল নার্স। ভারী মিষ্টি তার হাসি। 'না। সকালের চেয়ে সে ভালো আছে।'

'বাহ্,' খুশি হলো সিন্ডি। টেড যদি সুস্থ হয়ে ওঠে তো বুঝতে হবে ও আসলে ভ্যাম্পায়ার নয়। ভ্যাম্পায়ার হলে রক্তের অভাবে টেড আরও অসুস্থ হয়ে পড়ত। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সিন্ডি।

বিছানায় বসে বই পড়ছে টেড। ওকে বই পড়তে দেখে পেশীতে ঢিল পড়ল সিন্ডির। ভ্যাম্পায়াররা নিশ্চয় বই পড়ে না।

তবে টেডের ঘর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা।

হয়তো হিটিং সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেছে, ভাবল সিন্ডি।

টেড বই থেকে মুখ তুলল। ওকে দেখে হাসল।

ওর হাসিটা সুন্দর। সাদা ঝকঝকে দাঁত।

বইটা বিছানায় রেখে দিল টেড। সিন্ডিকে ইশারা করল পাশে এসে বসার জন্য।

'হ্যালো,' বলল ও। 'তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি।'

সিন্ডি পা বাড়াল বিছানায়। 'কেমন আছ?'

'আগের চেয়ে ভালো।'

'কিন্তু চেহারাটা বড্ড ফ্যাকাসে লাগছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল টেড। 'আমার শরীর থেকে অনেক রক্ত ঝরেছে, সিন্ডি। সুস্থ হতে সময় লাগবে।' বিছানার পাশে চাপড় দিল। 'এখানে এসে বসো।'

'ধন্যবাদ,' বিছানায় বসল সিন্ডি। ঝকঝকে চোখে ওর দিকে থাকিয়ে থাকল টেড। এখনও লাল তবে আগের চেয়ে স্বচ্ছ। কেমন যেন সম্মোহনি চাউনি।

'সারাদিন কী করলে আর?' জিজ্ঞেস করল টেড।

'কী?' চোখ পিটপিট করল সিন্ডি।

'তুমি আর তোমার বন্ধুরা। এখান থেকে যাবার পরে কী করেছ?'

ওয়্যারহাউজের কথা পরিষ্কার মনে করতে পারল না সিন্ডি। কেন মনে পড়ছে না ভেবে নিজেরই অবাক লাগল।

'তেমন কিছু না,' আবছা গলায় বলল ও। 'ঘোরাঘুরি করে বেড়ালাম আর কী।'

মৃদু তবে গমগমে কণ্ঠে বলছে টেড।

'বিশেষ কিছু করোনি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না।'

'বিশেষ কোথাও যাওনি?'

'না,' বলল সিন্ডি।

সামনে ঝুঁকে এল টেড। ওর চোখ দুটো বড়বড় লাগল।

'তুমি ঠিক বলছ, সিন্ডি?'

তোতলাচ্ছে সিন্ডি। 'আ-আমরা ট্রাম্পেলে পুরানো ওয়্যারহাউজটাতে গিয়েছিলাম।'

'ওখানে গিয়ে কী করলে?'

কথাটা ওকে বলতে ইচ্ছে করছে না সিন্ডির। ভ্যাম্পায়ারদের আগুনে পুড়িয়ে মারার দৃশ্যটা মনে করতে চায় না ও। টেডকে বলতেও চাইছে না। সিন্ডি টেডের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। পারল না। টেড যেন ওকে সম্মোহন করে ফেলেছে। ওর চোখ এমন গভীর আগে কখনও লক্ষ করেনি সিন্ডি।

'কিছু না,' জবাব দিল সিন্ডি।

আরও কাছে চলে এল টেড। হাঁ করল মুখ। ওর দাঁত দেখে চমকে গেল সিন্ডি। সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি দাঁত যেন টেডের মুখে।

'সেই কিছু না-টা কী শুনি,' বলল টেড। যেন আদেশ করা হলো।

'ওয়্যারহাউজের ভেতরে গিয়েছিলাম আমরা,' জবাব দিল সিন্ডি টানাটানা গলায়।

'ওয়্যারহাউজের ভেতরে ঢুকে কী করলে?'

'চারপাশে চোখ বুলাচ্ছিলাম,' বলল সিন্ডি।

'কী খুঁজছিলে?'

'তুমি জানতে চাইছ...?'

'বলো?' গর্জে উঠল টেড।

সিন্ডির দম কেমন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। নড়াচড়াও করতে পারছে না। যেন বিছানার সঙ্গে পেরেক মেরে আটকে দেয়া হয়েছে শরীর। টেডের প্রশ্নের জবাব যেন ওকে দিতেই হবে, এ ছাড়া উপায় নেই।

'আমরা ভ্যাম্পায়ার খুঁজছিলাম,' বলল সিন্ডি।

টেডের মুখের হাসি চওড়া হলো। 'পেয়েছিলে খুঁজে?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টা?'

'বলতে পারব না। একটা পেয়েছিলাম। তবে...'

'তবে কী?'

'আমাদের ধারণা ওখানে আরও ছিল।'

'ওই ভ্যাম্পায়ারটাকে নিয়ে কী করলে?'

ইতস্তত করছে সিন্ডি। সে এ প্রশ্নের জবাব দিতে চায় না। মনে হচ্ছে জবাব শুনলে রেগে যাবে টেড। ওকে রাগিয়ে দিতে ভয় লাগছে সিন্ডির। সে টেডের দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ কিছুতেই সরাতে পারছে না।

'আমরা ভ্যাম্পায়ারটার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিই,' অবশেষে জবাব দিল সিন্ডি।

দপ করে নিভে গেল টেডের মুখের হাসি। 'অমন কাজ করলে কেন?'

'কারণ ওটা ছিল একটা দানব,' বলল সিন্ডি। 'আমরা ওটাকে ধ্বংস না করলে ওরা আমাদেরকে শেষ করে দিত।'

শিরদাঁড়া টান টান করে সরে গেল টেড। এখনও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিন্ডির দিকে।

'তুমি জানো আমি কে?' জিজ্ঞেস করল টেড।

আবছা মাথা নাড়ল সিন্ডি।

'আমি একটা দানব, সিন্ডি,' বলল সে।

ঢোক গিলল সিন্ডি। 'না।'

'হ্যাঁ। সত্যি কথাই বলছি আমি। তুমি এই হাসপাতালের ঘরে একটা দানবের সঙ্গে আছ।' টেড বন্ধ জানালায় তাকাল। বাইরে থেকে কোনও আলো আসছে না। খসখসে গলায় সে যোগ করল।

'একটা ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে তুমি বসে আছ। এর অর্থ জানো?'

মাথা নাড়ল সিন্ডি। 'তুমি ভ্যাম্পায়ার হতে পার না।'

কুৎসিত হাসি ফুটল টেডের মুখে। 'কেন হতে পারি না?'

‘কারণ তুমি আমার বন্ধু। আমি তোমার বন্ধু। আমি এখানে বন্ধু হিসেবে এসেছি।’

সিন্ডির দিকে সরে এল টেড। ‘এখানেই ভুল করছ, সিন্ডি। ভ্যাম্পায়ারদের কোনও বন্ধু নেই। থাকতে পারে না। তাদের কেবল ভৃত্য এবং ভিক্টিম থাকে। তুমি কোনটা হতে চাও?’

কথা বলতে গিয়ে সিন্ডি লক্ষ করল মুখ খুলতে পারছে না। ভয়ের চোটে গলা শুকিয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে মস্ত বিপদে আছে। বুঝতে পারছে তার এখুনি ছুটে পালানো উচিত। কিন্তু পারছে না ওই চোখ জোড়ার জন্য। সিন্ডি অকস্মাৎ বুঝতে পারল ওই শয়তান চোখ তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে।

‘আমি কিছুই হতে চাই না,’ ফিসফিস করল সিন্ডি। ‘আমি বাড়ি যেতে চাই।’

মাথা নাড়ল টেড বিদ্রুপের ভঙ্গিতে।

‘এখন যে আর বাড়ি ফেরা যাবে না, সিন্ডি। আজ রাত থেকে তুমি আর বাড়ি ফিরতে পারছ না। অন্তত নিজের চেনা বাড়িতে। তুমি কি জান আমার বাবা-মা আমাকে ভ্যাম্পায়ার বানিয়েছে? আমি পালাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। এজন্যই তোমরা ওদেরকে বাড়িতে পাওনি। তারা হয়তো বাড়ির বেযমেন্টে শুয়ে ঘুমাচ্ছে।’

সিন্ডি বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করল।

টেড খপ করে ওর হাত চেপে ধরল। কী শক্তি গায়ে!

‘আমাকে ছেড়ে দাও,’ গুঙিয়ে উঠল সিন্ডি।

‘পারব না।’

‘প্লীজ,’ অনুনয় করল সিন্ডি। ‘আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না।’

মুচকি হাসল টেড। ‘কিন্তু আমি তোমার ক্ষতি করব। তবে আগে আমার প্রশ্নের জবাব চাই। কী হতে চাও তুমি?’ সিন্ডির গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। সে কিছুই বলল না।

টেডের চোখ এখন তার মুখের মতই বড়। যেন সিন্ডিকে জ্যান্ত গিলে খাবে। সে আরও কাছিয়ে এল। ঠাণ্ডা নিশ্বাস পড়ল সিন্ডির মুখে।

'তুমি কি চাও আমি তোমার রক্ত শুষে এখানে মেরে ফেলি?' জিজ্ঞেস করল টেড। 'তাহলে একদিক থেকে ভালোই হবে। আর যন্ত্রণা পোহাতে হবে না। নাকি তুমি আমার মত ভ্যাম্পায়ার হতে চাইছ?'

চোখ বুজল সিন্ডি। অঝোরে কাঁদছে। 'আমি কিছুই চাই না।' খনখনে গলায় হেসে উঠল টেড। সিন্ডি টের পেল টেডের মুখ ওর দিকে এগিয়ে আসছে, গলায় তীক্ষ্ণ নখ গেঁথে গেল।

'তোমাকে আমি মারব না,' সিন্ডির কানে ফিসফিস করল সে। 'তোমাকে আমি অমর করে রাখব।'

সিন্ডির গলার নরম চামড়ায় ফুটল টেডের ধারাল দাঁত।

সুই ফোঁটার মত ব্যথা টের পেল সিন্ডি।

নাকে ভেসে এল রক্তের গন্ধ।

তারপর গভীর কালো একটা পর্দা গ্রাস করল ওকে।

ছয়

ডাইনির প্রাসাদ থেকে মাত্র বেরিয়েছে ওরা, আক্রান্ত হলো ভ্যাম্পায়ারদের দ্বারা। তিন ভ্যাম্পায়ার। দুটো মেয়ে! একটা পুরুষ। সবার পরনে কালো পোশাক, আঁধারেও জ্বলছিল ওদের লাল চোখ। প্রাসাদের বাইরে অ্যাডামদের জন্যই অপেক্ষা করছিল ভ্যাম্পায়ারগুলো। ধ্বংস করে দিতে চায় ওদেরকে।

'ফ্লেয়ার জ্বালাও!' নির্দেশ দিল ওয়াচ। 'একটা প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলো। ওরা যেন আমাদের পেছনে আসতে না পারে। ওদেরকে প্রাসাদে ভাগিয়ে নিয়ে চলো।'

'পারব না,' বলল অ্যাডাম। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। 'ডাইনি ঝুলন্ত সেতু তুলে নিয়ে গেছে।'

'ও চায় আমরা যেন মারা যাই,' নালিশের সুরে বলল স্যালি।

'আমরা মরব না,' বলল ওয়াচ, হাতে জ্বলন্ত মশাল।

ভ্যাম্পায়ারগুলো ওদেরকে ঘিরে ধরেছে। জ্বলন্ত মশালের ভয়ে কাছে ভিড়তে সাহস করছে না বটে তবে ওরা জানে একসময় নিভে যাবে আগুন। ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে আসছে ভ্যাম্পায়ারের দল। অ্যাডামদের মাথা কেমন ঘুরছে। ভ্যাম্পায়ারগুলোর চোখে চোখ পড়ার পর থেকে এরকম হচ্ছে। ভ্যাম্পায়াররা যেন বলছে মশালগুলো নিভিয়ে ফেলো। বহু কষ্টে ওদের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল অ্যাডাম।

'ওদের চোখের দিকে তাকিয়ো না,' অন্যদেরকে সতর্ক করে দিল ও।

'ওরা আমাদেরকে সম্মোহনের চেষ্টা করছে।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে,' দুর্বল গলায় বলল স্যালি।

'এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। কোথাও আশ্রয় নেয়া দরকার,' বলল ওয়াচ।

'যেখানেই যাই না কেন ওদেরকে হঠাতে পারব না,' মুখ অন্ধকার করে বলল ব্রাইস।'

'ওদেরকে কৌশলে হঠাতে হবে,' বলল ওয়াচ। 'স্কুলে চলো।'

'ওখানে কী?' বলল স্যালি।

'জিমনাশিয়ামে যাব,' বলল ওয়াচ।

'জিমনাশিয়ামে কী আছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'আশা,' জবাব দিল ওয়াচ।

ওরা জিমনাশিয়াম অভিমুখে ছুটল। জিমনাশিয়াম ডাইনির প্রাসাদ থেকে আধঘণ্টার রাস্তা। ওখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় নিভু নিভু হয়ে এল মশাল।

জিমনাশিয়ামের দরজা বন্ধ। কিন্তু দরজা ভেঙে ঢুকতে সমস্যা হলো না। ভয়ের চোটে ওদের গায়ে ভর করেছে শক্তি। প্রচণ্ড ধাক্কায় ভেঙে ফেলল কবাট। তারপর এক টুকরো শিকল দিয়ে আটকে দিল ভাঙা দরজা।

'এতে কোনও লাভ হবে না,' বলল ব্রাইস। 'আমরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছি। ভ্যাম্পায়াররাও পারবে। এ দরজা ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা এখানে এসে বরং ভুলই করেছি। নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই আটকে পড়েছি।'

'না,' বলল ওয়াচ। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ফ্লেয়ারগুলো দর্শক আসনের নিচে লুকিয়ে রেখে জিমের প্রবেশপথের ধারে লুকাবো।'

'তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি?' বলল স্যালি। 'অস্ত্র বলতে শুধু এই ফ্লেয়ারগুলোই সম্বল। এগুলো ছাড়া আমরা একদম অসহায়।'

'ফ্লেয়ারের আয়ু আর বেশিক্ষণ নেই,' বলল ওয়াচ। 'ভ্যাম্পায়াররা ভেতরে ঢুকে আমাদেরকে দেখতে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে যাবে। তারপর

তারা ফ্লেয়ারের দিকে ছুটবে। আমরা এই ফাঁকে পালাব।'

'পালাব!' সন্দেহের সুরে বলল ব্রাইস। 'এত সহজে পালাতে পারব বলে মনে হয় না। ওরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমাদেরকে ধরে ফেলবে।'

'আমার ওপর একটু ভরসা রাখোই না,' বলল ওয়াচ।

'আমি ভরসা রাখছি,' বলল অ্যাডাম।

ওরা দর্শক আসনের নিচ দিয়ে ছুটল। শুনতে পেল দরজা ধাক্কাচ্ছে ভ্যাম্পায়াররা। ওদের ধাক্কার চোটে বেশিক্ষণ খাড়া হয়ে থাকতে পারবে না ভাঙা কবাট। ওরা ওয়াচের নির্দেশে আসন খাড়া করে রাখা ধাতব বার-এ গুঁজে দিল ফ্লেয়ার। তারপর বন্ধ এন্ট্রান্সের দিকে দৌড়াল। লুকিয়ে পড়ল একটি ডেস্কের পেছনে।

দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল ভ্যাম্পায়াররা।

ছুটে গেল ফ্লেয়ারের দিকে, সীটের নিচ দিয়ে দৌড়াচ্ছে।

ওয়াচ লাফ মেরে উঠে কাছের একটা বোতাম টিপে দিল।

ওরা অবাক হয়ে দেখল আসনগুলো ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। তারপর আসনের স্ট্যান্ডগুলো আছড়ে পড়তে লাগল ভ্যাম্পায়ারদের গায়ে। সরে যাবার সুযোগ পেল না ভ্যাম্পায়াররা। স্ট্যান্ডগুলো মেঝের সঙ্গে যেন পিষে ফেলল ওদেরকে। তবে এ দৃশ্য দেখার জন্য অপেক্ষা করল না অ্যাডামরা। তারা ভাঙা দরজা দিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে এল তাজা বাতাসে। আশপাশে কোনও ভ্যাম্পায়ার নেই দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

'এখন কী করবে?' ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞেস করল ব্রাইস। 'ভ্যাম্পায়ার নিধনে একই কৌশল নিশ্চয় দু'বার কাজে লাগবে না?'

'সব ভ্যাম্পায়ার নিধন করা সম্ভবও নয়,' জবাব দিল ওয়াচ।

'পালের গোদাটাকে শেষ করতে পারলে বাকিগুলো পালাবার পথ পাবে না।'

'কিন্তু রানি শাটোরকে কোথায় পাব সে ব্যাপারে ডাইনি তো আমাদেরকে কিছুই বলল না,' বলল অ্যাডাম।

'একটা ক্লু সে আমাদেরকে দিয়েছে,' বলল ওয়াচ। 'ডাইনি বলেছে আমরা কল্পনাও করতে পারি না এমন কোনও জায়গায় রানি শাটোর লুকিয়ে থাকতে পারে।'

'সে এটাও বলেছে রানি আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে,' বলল অ্যাডাম। 'এ হামলা তারই প্রমাণ। আমরা যা-ই কিছু করি না কেন আগে সিন্ডির কাছে যাব। রানি হয়তো সিন্ডির পেছনে ইতিমধ্যে কাউকে লেলিয়ে দিয়েছে।'

'হতে পারে,' সায় দিল ওয়াচ।

কিন্তু সিন্ডিকে বাসায় পাওয়া গেল না। ওর মা বললেন সিন্ডি সারাদিনে একবারও বাড়ি ফেরেনি। শুনে আতংক বোধ করল দলটা। ওরা বাড়ির বাইরে মিটিং-এ বসল।

'রানি হয়তো ওকে ইতিমধ্যে বন্দি করে ফেলেছে,' বলল স্যালি।

'আমার তা মনে হয় না,' অন্যমনস্ক সুরে বলল অ্যাডাম। 'সিন্ডির মা বললেন তাঁর মেয়ে নাকি বাড়িই ফেরেনি। তার মানে সে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পরে এদিকে আর আসেনি। কিন্তু সিন্ডি তো কথার বরখেলাপ করার মত মেয়ে নয়। সে আমাদেরকে মিথ্যা বলেছে একটি মাত্র কারণে– সে এমন কিছু করতে চেয়েছিল যাতে আমাদের সমর্থন পাবে না জানত।'

'ঠিকই বলেছ,' বলল ওয়াচ। 'ও নির্ঘাত টেডের কাছে গেছে।'

'ওই পিচ্ছিল ভ্যাম্পায়ারটা?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'কিন্তু কেন?'

'কারণ তার এখনও বিশ্বাস টেড ভ্যাম্পায়ার নয়,' জবাব দিল অ্যাডাম। 'বারবার ওর জীবননাশের হুমকি দেয়া ঠিক হয়নি।'

'আমি কখনও ওর জীবননাশের হুমকি দেইনি,' বলল স্যালি। একটু থেমে যোগ করল, 'একবার/দু'বার অবশ্য দিয়েছি। কিন্তু তোমরা জান ও এখন ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছে। সকালবেলাতেই সুযোগ থাকতে থাকতে ওকে হত্যা করা উচিত ছিল।'

'কী করা উচিত ছিল তা নিয়ে এখন তর্ক করে লাভ নেই,' বলল ওয়াচ। 'দেরি হওয়ার আগেই জলদি হাসপাতালে যাওয়া দরকার।'

'কী জানি ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে কিনা,' বলল ব্রাইস।

ওরা হাসপাতালে চলে এল। আগের মতই পরিত্যক্ত লাগল ভবন। ফ্রন্ট ডেস্কে আজ নার্সও নেই। ওরা হলওয়ে ধরে ছুটল। ভয়ে ধুকপুক করছে কলজে। সিন্ডির কী জানি কী হয়েছে! ওরা লাথি মেরে খুলে ফেলল দরজা।

টেডের বিছানা খালি।

চলে গেছে টেড।

তবে সিন্ডি আছে ঘরে।

মেঝেয় এক কোনায় বসে রয়েছে।

রক্তের পুকুরের মধ্যে বসে আছে সিন্ডি। ওদের দিকে তাকাল ভয়ংকর দৃষ্টিতে।

মৃদু গুঙিয়ে উঠল সিন্ডি। ওর ঠোঁট টকটকে লাল।

'হাই,' মোটা গলায় ডাকল সিন্ডি।

সাত

চোখের পলকে ওরা ছুটে এল সিন্ডির পাশে। না, কথাটা ঠিক বললাম না। অ্যাডাম এবং ওয়াচ দৌড়ে এল সিন্ডির কাছে। ব্রাইস এবং স্যালি নিরাপদ দূরত্ব রেখে দাঁড়াল। দু'জনেরই কোমরের বেল্টে কাঠের গোঁজ। ওদের চোখের দিকে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারবে ওই জিনিস সিন্ডির ওপর প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না স্যালি এবং ব্রাইস।

'সিন্ডি!' হাহাকার করে উঠল অ্যাডাম। 'কী হয়েছে তোমার?'

মাথা সামান্য কাত করে আছে সিন্ডি। স্থির দৃষ্টি অ্যাডামের দিকে। ওর চোখের সাদা জমিনে ফুটে আছে লাল শিরা। অ্যাডাম বুঝতে পারছে না সিন্ডি সত্যি ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিনা। ওকে হয়তো চিনতে পারছে না।

'জানি না,' বিড়বিড় করল সিন্ডি।

'টেড কি এখানে ছিল?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ। 'ও তোমার কিছু করেছে?'

ওয়াচের দিকে অলস চাউনি ঘুরে গেল।

চেহারা দেখে মনে হলো ওয়াচকে বোধহয় চিনতে পারেনি সিন্ডি।

'টেড,' বিড়বিড় করল সিন্ডি, এখনও কাত করে রেখেছে মাথা।

'না টেড।'

ওয়াচ হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল সিন্ডির থুতনি, টেনে তুলল মাথা।

সিন্ডির ঘাড়ে দাঁতের রক্তাক্ত দাগ।

'ও ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছে!' আঁতকে উঠল স্যালি।

'ওকে মেরে ফেলতে হবে,' বলল ব্রাইস।

'আমরা সিন্ডিকে মারব না!' ধমকে উঠল অ্যাডাম, কণ্ঠে বেদনা। 'ও আহত হয়েছে। ওর সাহায্যের দরকার।'

এগিয়ে এল ব্রাইস, হাত কাঠের গোঁজে।

'ও এমনি এমনি আহত হয়নি,' বলল সে। 'টেড ওকে ভ্যাম্পায়ার বানিয়েছে। ওকে মেরে না ফেললে ও আমাদেরকে হামলা করবে।'

ওয়াচ তাকাল ব্রাইসের দিকে। 'ওর শিরায় ভ্যাম্পায়ারের রক্ত থাকতে পারে তবে এখনও পুরোপুরি ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়নি। ওকে আমরা সুস্থ করে তুলতে পারব। এখনও আশা আছে।'

'কোনও আশা নেই,' যন্ত্রণাকাতর গলায় বলল ব্রাইস। সে ওদের চেয়ে সিন্ডিকে কম ভালোবাসে না। 'আমাদেরকে বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। সিন্ডি এখন ওদের একজন। মেরে ফেললেই বরং ওর প্রতি দয়া দেখানো হবে।'

কদম বাড়াল স্যালি। 'না, ওকে আমরা মারব না।'

ব্রাইস ঘুরল ওর দিকে। 'তুমি জান এখানে কী ঘটেছে। যা ঘটেছে আমরা এখন আবার তা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারব না।'

'তাই বলে ওকে আমরা জানে মেরে ফেলতে পারি না,' বলল স্যালি।

'আমাদের কিছু একটা করা দরকার।' সে ব্রাইসের হাত স্পর্শ করল।

ব্রাইস মাথা নামিয়ে ফেলল।

'কিন্তু কী করব বুঝতে পারছি না,' বলল ও। 'শুনেছি ভ্যাম্পায়ার একবার কাউকে কামড়ে দিলে শরীর থেকে ওই দূষিত রক্ত আর বের করা যায় না।'

অশ্রুসজল চোখে সিন্ডির দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাডাম। সে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশে তাকাচ্ছে। কাউকে চিনতে পারছে না। ওর গালে হাত বুলিয়ে দিল অ্যাডাম। অসম্ভব ঠাণ্ডা গাল। ঘরটাও প্রচণ্ড শীতল।

'ও একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে,' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

মাথা দোলাল ওয়াচ। 'টেড ওর শরীরের অনেকখানি রক্ত শুষে নিয়েছে।' চোখ বুজল সে, ডুবে গেল গভীর ভাবনায়। তারপর চোখ মেলে চাইল সিন্ডির দিকে। 'মানুষের স্বাভাবিক রক্তের ট্রান্সফিউশন ভ্যাম্পায়ার হওয়ার ট্রান্সফরমেশন থেকে সিন্ডিকে হয়তো রক্ষা করতে পারবে।'

লাফ দিয়ে উঠল অ্যাডাম। 'দারুণ আইডিয়া। তুমি সত্যি একটা জিনিয়াস, ওয়াচ। হাসপাতালে রক্তের অভাব নেই। একটা ডাক্তার ডেকে আনো জলদি।'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ওয়াচ। 'ট্রান্সফিউশন আইডিয়া হলো সাময়িক। এই উন্মাদনা বন্ধ করতে হলে রানি শাটোরকে খুঁজে পেতেই হবে। সিন্ডিকে কাজে লাগিয়ে আমরা হয়তো তার খোঁজ পেতে পারি।'

'কিন্তু কাজটা করব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

ওয়াচ সিন্ডির দিকে ইংগিত করল। 'ওকে দ্যাখো। কেমন একটা সম্মোহিত অবস্থার মধ্যে আছে সিন্ডি। যেন সম্মোহন করা হয়েছে। রানি হয়তো জাদুবিদ্যার সাহায্যে দূর থেকে ওর মন নিয়ন্ত্রণ করছে। অ্যান টেম্পলটন তো বললই শাটোর তার সবগুলো ভ্যাম্পায়ারকে নিয়ন্ত্রণ করছে।'

'হ্যাঁ,' বলল অ্যাডাম। 'শাটোর তাদের বস।'

'কিন্তু এতে সুবিধা কী?'

জিজ্ঞেস করল ব্রাইস। 'রানি শাটোর হয়তো জেনে গেছে আমরা এখানে আছি।'

'সিন্ডির সম্মোহিত অবস্থা কাজে লাগিয়ে আমরাও উল্টো জানতে পারব রানি শাটোর এখন কোথায় আছে।' বলল ওয়াচ।

'কিন্তু কীভাবে?' জানতে চাইল স্যালি।

'দেখছি,' বলল ওয়াচ। ফিরল সিন্ডির দিকে। 'সিন্ডি, তোমার চোখ বন্ধ করো।'

সিন্ডি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওয়াচের দিকে তারপর বুজল চোখ।

ওয়াচ সিন্ডির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'সিন্ডি, আমি চাই তুমি যা দেখছ সব আমাদের জানাবে।'

সিন্ডি ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগল। যেন ও নয়, ওর ভেতর থেকে অন্য কেউ কথা বলছে।

'আমি লাল দেখতে পাচ্ছি,' বলল ও।

'আর কী দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'ঠাণ্ডা।'

'ঠাণ্ডা মানুষ আবার দেখতে পায় নাকি?' প্রশ্ন করল স্যালি।

'শ্‌শ্‌শ্‌।' ওয়াচ স্যালিকে ইংগিত করল কথা না বলার জন্য। 'তুমি কি ঠাণ্ডা কোনও জায়গায় আছ?'

'হ্যাঁ।'

'জায়গাটা কোথায়?'

'জানি না।'

'তুমি ওখানে কেন গিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'রক্ত।'

'ওখানে রক্ত আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কার রক্ত?'

'জানি না।'

'ওখানে মানুষের লাশ আছে?'

'না।'

'জায়গাটা কী বড়?'

'না।'

'কোনও ঘর?'

'হ্যাঁ।'

'এবং ঘর বোঝাই রক্ত?'

'হ্যাঁ।'

'রক্ত কি প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং বোতলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা এখন যেখানে আছি জায়গাটা কি তার আশপাশে?'

'হ্যাঁ।'

'রানি শাটোর কি এখানে আছে?'

এ প্রশ্ন শোনা মাত্র চট করে খুলে গেল সিন্ডির চোখ, একটা লাল আলো দেখা গেল মণিতে ক্ষণিকের জন্য। তার গলা ভারী এবং ভয়ংকর শোনাল, কটমট করে তাকাল ওয়াচের দিকে।

'তোমাকে বলা যাবে না!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

ওয়াচ সিন্ডির আগুন ঝরা চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, চোখের একটা পাপড়ি পর্যন্ত কাঁপল না।

'চোখ বোজো সিন্ডি। বিশ্রাম নাও,' মৃদু গলায় বলল সে। সিন্ডির পেশীতে ঢিল পড়ল। অন্যরা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ওয়াচের দিকে।

'শাটোর কি সিন্ডির হয়ে কথা বলল?' জিজ্ঞেস করল ব্রাইস।

'হ্যাঁ, শেষের দিকে।' জবাব দিল ওয়াচ।

'ইস্, বেচারা মাঝপথে বাধা পেল,' আফসোস করল স্যালি।

'নইলে এতক্ষণে জেনে যেতাম রানি কোথায় আছে।'

মায়াভরা চোখে সিন্ডির দিকে তাকাল ওয়াচ। বেচারি ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। যেন বাতাস থেকে অক্সিজেন টানতে পারছে না। ওয়াচ বলল, 'সিন্ডি যা বলার যথেষ্ট বলেছে। আমি এখন জানি শাটোর কোথায় আছে।'

'কোথায়?' সমস্বরে প্রশ্ন করল সবাই।

'এই হাসপাতালে,' বলল ওয়াচ।

'কী?' আঁতকে উঠল ওরা।

'হাসপাতালে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য বোতল ভর্তি রক্ত রাখা হয়,' বলল ওয়াচ। 'আর রক্তের তেষ্টা মেটানোর জন্য শাটোর এর চেয়ে ভালো

জায়গা কোথায় পাবে? তাছাড়া সিন্ডির বর্ণনার সঙ্গে হাসপাতাল মিলে যায়। সিন্ডি বলেছে একটি ঠাণ্ডা ঘরের কথা। যেখানে বোতল আর ব্যাগ ভর্তি রক্ত আছে। কিন্তু মানুষের লাশ নেই। ভ্যাম্পায়াররা শীতল জায়গা পছন্দ করে। আর হাসপাতালই তাদের উপযুক্ত স্থান যেখানে ঠাণ্ডা আছে এবং হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় রক্ত। আমি নিশ্চিত শাটোর ঘাপটি মেরে রয়েছে এখানেই।

ব্রাইস কোমরের বেল্ট থেকে খুলে নিল কাঠের গোঁজ। 'চলো, ওকে ধরি।'

'এত জলদি নয়,' বলল ওয়াচ। 'আমি হাসপাতালটা একটু ঘুরে দেখব আগে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

ওয়াচ সিন্ডির ঠাণ্ডা বাহু চেপে ধরল।

'একটি অপ্রত্যাশিত অস্ত্রের জন্য,' জবাব এল।

আট

ওয়াচ টেডের হাসপাতালের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তবে অস্ত্র খুঁজল না সে। সোজা ঢুকল ড্রাগ লকারে। এখানে সারিসারি ওষুধ এবং সুই সাজানো। অ্যাডাম বন্ধুর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওয়াচ কিছু ওষুধ এবং ইনজেকশনের সুই নিয়ে ফিরে এল টেডের ঘরে। ওদের জন্য অন্যরা অপেক্ষা করছিল। সিন্ডি এখনও বোধশূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তবে মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে চাটছে ঠোঁটের রক্ত। ওটা টেডের রক্ত জানে ওরা। ওরা চোখ ঘুরিয়ে নিল।

সিন্ডিকে নিয়ে কী করবে এখন সে ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। স্যালি এবং ব্রাইস সিন্ডিকে হাসপাতাল রুমে রেখে যেতে পক্ষপাতী। সবাই এখন ব্যস্ত থাকবে রানির খোঁজে।

'কিন্তু ফিরে এসে সিন্ডিকে এখানে পাব কিনা কে জানে,' বলল অ্যাডাম।

'আমাদের সঙ্গে থাকার চেয়ে এখানেই ও নিরাপদে থাকবে,' বলল ব্রাইস।

কিন্তু অ্যাডাম সিন্ডিকে একা রেখে যেতে ঘোর বিরোধী। ওর ভয় সিন্ডি হয়তো ঘোরের মাথায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়বে। আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ওকে। অনেকক্ষণ তর্কাতর্কির পরে ঠিক হলো সিন্ডিকে ওরা সঙ্গে নিয়ে বেরুবে।

'আমরা ওকে সঙ্গে নেব,' বলল ওয়াচ। 'ও আমাদের বন্ধু, ভালো হোক বা খারাপ হোক।'

'তোমার জীবনের সবচেয়ে বাজে সিদ্ধান্তটা আজ নিলে, ওয়াচ,' বলল স্যালি।

ওরা সিন্ডিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল টেডের ঘর থেকে। পা বাড়াল হাসপাতালের হলওয়েতে। ওরা ফ্রিজারের খোঁজ করছে। ওখানে হাসপাতালের রক্ত রাখা হয়। অবশ্য ফ্রিজারের সন্ধান পেতে দেরি হলো না। তবে দরজা বন্ধ।

'মহিলা হয়তো কেটে পড়েছে,' দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করল স্যালি।

'আমার তা মনে হয় না,' দরজায় চোখ রেখে বলল অ্যাডাম। সে ধরে রেখেছে সিন্ডিকে। সিন্ডি বারবার অ্যাডামের ঘাড়ের দিকে তাকাচ্ছে লোভাতুর দৃষ্টিতে। মাঝে মাঝে অ্যাডামের চুলে হাত বুলিয়েও দিচ্ছে। অ্যাডাম ওকে অগ্রাহ্য করার ভান করছে তবে ভেতরে ভেতরে সে যথেষ্ট নার্ভাস। স্যালি আর ব্রাইস সিন্ডিকে নিয়ে আসতে চায়নি যদি সিন্ডি কাউকে কামড়ে দেয়। অ্যাডাম যোগ করল, 'আমার ধারণা এখানে অশুভ কিছু একটা আছে।'

'হয়তো আছে,' বলল ওয়াচ। 'তবে সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কিনা কে জানে। সে নিশ্চয় ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে আমরা তাকে হত্যা করতে আসছি।'

'সেক্ষেত্রে আমরা জেনেশুনে একটি ফাঁদে পা দিতে চলেছি,' বলল স্যালি। 'মহিলা আমাদের সবাইকে ভ্যাম্পায়ার বানানোর তাল করেছে।'

'কিন্তু আমাদের ফিরে যাবার কোনও উপায় নেই,' বলল অ্যাডাম। 'এখনই ওর মুখোমুখি হতে হবে। আর কখনও সুযোগ নাও পেতে পারি।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল ওয়াচ। 'সবাই রেডি তো?'

'আমার কাছে একটা মাত্র গোঁজ আর মশাল আছে,' বলল স্যালি।

'আমি এ দিয়ে কী করে ভ্যাম্পায়ার রানিকে ধ্বংস করব?'

'অস্ত্রের চেয়ে বিশ্বাসটাই বেশি দরকার,' বলল ওয়াচ।

'আমাদের দরকার ভাগ্য,' বিড়বিড় করল ব্রাইস।

ওরা ফ্রিজারের দরজায় পা বাড়াল।

ধাক্কা দিল ব্রাইস। খুলে গেল কপাট।

ভেতরে অন্ধকার। এবং ঠাণ্ডা।

ভেসে এল মৃদু এবং নরম একটি কণ্ঠ। চেনা একটি গলা।

'স্বাগতম।' বলল কণ্ঠটি।

ওয়াচ ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল।

ফ্রিজারের রক্ত এবং বাষ্পের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রানি শাটোর।

আসল ভ্যাম্পায়ার। পঞ্চাশ হাজার বছর বয়স।

তবে তাকে দেখামাত্র চিনে ফেলল ওরা।

'নার্স শ্যারন,' মৃদু গলায় বলল ওয়াচ। 'আমাদের আগেই অনুমান করা উচিত ছিল।'

সে হাসল ওদের দিকে তাকিয়ে। সেই মিষ্টি, সুন্দর হাসি।

ঝিকিয়ে উঠল তার শ্বদন্ত।

'এসো, ভেতরে এসো,' বলল সে। 'তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি আমি।'

নয়

দানব কুলারে ধীর পায়ে প্রবেশ করল দলটি। কাঠের গোঁজ শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে রেখেছে ব্রাইস, স্যালির হাতে ফ্লেয়ার রেডি। ওয়াচের পকেটে তরল ফ্লুইড বোঝাই ইনজেকশন। আর অ্যাডাম সিন্ডিকে নিয়ে ঢুকল। সবাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। শুধু শাটোরের মধ্যে যুদ্ধের মেজাজ অনুপস্থিত। তার পরনে এখনও নার্সের সাদা ইউনিফর্ম। তাকে দেখে ভীতিকরও কিছু মনে হচ্ছে না। তবে বড় বড় চোখে কিসের যেন অশুভ ইঙ্গিত। দেখে বিশ্বাস করা কঠিন একসময় বিকৃত, বীভৎস চেহারা ছিল তার। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক নারী।

কুলারের চারপাশে প্লাস্টিকের রক্তের ব্যাগ।

অনেকগুলো ব্যাগ ছেঁড়া। ভেতরে রক্ত নেই।

'আমার হিরোরা কী করছে?' ওদেরকে কাছিয়ে আসতে দেখে প্রশ্ন করল শাটোর।

'আমরা তোমার হিরো নই,' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি।

হাসল শাটোর। 'কিন্তু তবু তোমরা হিরো। তোমাদের অনেক গল্প শুনেছি আমি। তোমরা ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো তাড়িয়ে বেড়াও। তোমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য মুখিয়ে আছি। দেখতে চাই তোমরা আমার কী করতে পার।'

ব্রাইস কাঠের গোঁজে হাত বুলাল।

'তোমাকে আমরা ধ্বংস করে দেব,' বলল সে।

ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করল শাটোর, 'তা পারবে ভাবছ? আমাকে ধ্বংস করা সহজ না।'

'তুমি অ্যান টেম্পলটনের নাম শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'অবশ্যই। তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে অতীতে বহুবার আমার সংঘর্ষ হয়েছে। সে তোমাদেরকে বলেনি? সংঘর্ষে ওরা কেউ বাঁচতে পারেনি।'

'তুমি ওদেরকে ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে দিয়েছ?' প্রশ্ন করল ওয়াচ।

'হ্যাঁ,' নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল শাটোর। 'তোমাদেরও একই দশা হবে।'

'আমাদের ধ্বংস করাও সহজ না,' দৃঢ় গলায় বলল অ্যাডাম।

শাটোর ফিরল তার দিকে। 'ওকে তোমার ধরে না রাখলেও চলবে, অ্যাডাম। ও প্রতি সেকেন্ডে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।'

অ্যাডাম ছেড়ে দিল সিন্ডিকে, পিছিয়ে এল কদম। মনে হচ্ছে শাটোর সম্মোহিত করে রেখেছে সিন্ডিকে।

দুশ্চিন্তা হচ্ছে অ্যাডামের, তবে এ মুহূর্তে বান্ধবীর জন্য কিছু করতে পারবে না ও। সে মনোযোগ ফেরাল শাটোরের প্রতি।

'তোমরা আমাদের শহরে এসেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

কাঁধ ঝাঁকাল শাটোর। 'আমার উদ্দেশ্য এতক্ষণে নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'তো এতদিন পরে সবাইকে ভ্যাম্পায়ার বানানোর শখ হলো কেন?' ওয়াচের প্রশ্ন।

একটু ভেবে জবাব দিল ভ্যাম্পায়ার রানি। 'আমি এ সময় এসেছি কারণ মানবতা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বিরাট অসুখের মত। তারা এলিমেন্টের ম্যাজিক এবং প্রকৃতির গোপন ক্ষমতা ভুলে গেছে। এদেরকে এই রোগ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই আমি এসেছি।'

'এবং সেটা করতে চাইছ সবাইকে ভ্যাম্পায়ারে পরিণত করে?' বলল

অ্যাডাম। 'খুবই হাস্যকর পরিকল্পনা।'

হেসে উঠল শাটোর। 'আমার পরিকল্পনা বুঝতে হলে তোমাদেরকে কমপক্ষে দশ হাজার বছর বেঁচে থাকতে হবে।' বলে মৃদু মাথা দোলাল সে।

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

সিন্ডি বন্ধ করে দিয়েছে দরজা।

ওয়াচের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় শুধু ঘর সামান্য আলোকিত। স্যালি দ্রুত জ্বেলে দিল ফ্লেয়ার। অ্যাডাম পাঁই করে ঘুরল সিন্ডির দিকে।

'সিন্ডি ওর কথা শুনো না!'

'কিন্তু ওকে আমার কথা শুনতেই হবে,' বলল শাটোর।

'ও এখন আমার। শীঘ্রি তোমরাও আমার অনুগত হয়ে যাবে। তোমাদেরকে লেলিয়ে দেব মানব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য।'

হাতে ফ্লেয়ার নিয়ে এক কদম বাড়ল স্যালি।

'কিন্তু তা কখনোই ঘটবে না রক্তচোষা রানি,' হুমকি দিল সে।

হাসল শাটোর। 'আমার বাচ্চারা শুধু আগুনে ভয় পায়। ওই অস্ত্র দিয়ে আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না।'

'কিন্তু এটা দিয়ে করা যাবে,' হাতের গোঁজ দেখিয়ে ভীতিকর গলায় বলল ব্রাইস।

শাটোর তাকাল ওর দিকে। তারপর বাড়িয়ে দিল দু'বাহু।

'এসো খোকা। পারলে ধ্বংস করো শয়তান দানবকে।'

ব্রাইসের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে গোঁজ নিয়ে লাফ দিল শাটোরকে লক্ষ্য করে। শাটোর চট করে ধরে ফেলল ওর হাত, কেড়ে নিল গোঁজ। পরমুহূর্তে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল ওটা। ভাঙা টুকরো দুটো ফিরিয়ে দিল ব্রাইসকে।

'আরও শক্তিশালী কিছু নেই তোমাদের কাছে?' জিজ্ঞেস করল শাটোর।

রাগের চোটে ভ্যাম্পায়ার রানির গায়ে ফ্লেয়ার ছুঁড়ে মারল স্যালি।

শাটোর শূন্যেই ধরে ফেলল ফ্লেয়ার। তারপর হাতের তালু দিয়ে থাবড়া

মেরে নিভিয়ে দিল আগুন। আগুনের স্পর্শে তার কোনও প্রতিক্রিয়াই হলো না। শাটোর ধীরে ফিরল ওয়াচের দিকে।

'তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম, ওয়াচ। তুমি আমাকে ধ্বংস করার জন্য কিছু নিয়ে আসনি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাটোরের দিকে কটমট করে তাকাল ওয়াচ।

'কোনও অস্ত্র আনিনি কারণ অ্যান টেম্পলটন যখন তোমার কথা বলছিল তখনই বুঝতে পেরেছি শক্তি দিয়ে তোমাকে হারানো সম্ভব নয়,' বলল ও।

ওয়াচের কথা শুনে খুশি হলো শাটোর। 'তাহলে তোমরা সারেন্ডার করছ?'

ধীরে মাথা দোলাল ওয়াচ। 'যদি তুমি আমাকে অমর করে দিতে পার।'

'ওয়াচ,' রেগে গেছে স্যালি। 'তুমি নিশ্চয় আগামী দশ হাজার বছরের জন্য রক্তচোষা হয়ে বেঁচে থাকতে চাও না। কিছু একটা করো। আমরা এভাবে হাল ছেড়ে দিতে পারি না।'

'ওর সঙ্গে মারামারি করেও লাভ হবে না,' বলল ওয়াচ, তাকিয়ে আছে শাটোরের শক্তিশালী চোখের দিকে। যেন জাদু করা হয়েছে ওকে। ভ্যাম্পায়ার রানি হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

'এসো আমার সঙ্গে,' বলল সে। 'তুমিই হবে প্রথম।'

ওয়াচ কদম বাড়াল। যেন ওকে সম্মোহিত করা হয়েছে সেভাবে হাঁটছে। পা টেনে টেনে। সবাই বুঝে ফেলল ওয়াচকে সম্মোহিত করে ফেলেছে শাটোর।

'ওয়াচ,' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাডাম।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ওয়াচ শয়তান রানির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'চিবুক তোলো,' আদেশ করল শাটোর। মুখ হাঁ হয়ে গেছে তার, বেরিয়ে পড়েছে ঝকঝকে শ্বদন্ত। 'মাথা কাত করো। একটু ব্যথা পাবে। তারপর মিষ্টি মধুর একটা জগতে প্রবেশ ঘটবে তোমার।'

মাথা কাত করল ওয়াচ।

কাছিয়ে এল রানি শাটোর।

ওয়াচের গলা থেকে শাটোরের ধারাল দাঁত কয়েক সেন্টিমিটার দূরে।

'ওয়াচ!' আর্তনাদ করল স্যালি।

আর তখন আঘাত করল ওয়াচ।

পকেট থেকে ওষুধ বোঝাই ইনজেকশনের সিরিঞ্জ বের করল সে। কিন্তু শাটোরের গায়ে সুই ফুটিয়ে দেয়ার আগেই সে খপ করে ধরে ফেলল ওয়াচের হাত। ভেঙে ফেলল সিরিঞ্জ। তরল ওষুধ গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

'তুমি এরকম কিছু একটা করতে পার আগেই অনুমান করেছিলাম আমি,' হিসিয়ে উঠল শাটোর। সে শক্ত মুঠিতে ওয়াচের হাত চেপে ধরে আছে। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, ওয়াচ, আমাকে শক্তি দিয়ে হারানো তোমাদের কম্ম নয়। আমি অনেক জ্ঞানী, অনেক শক্তিশালী। এবং এ মুহূর্তে আমি প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত।'

শাটোর শূন্যে তুলে ফেলল ওয়াচকে, কামড় বসাল ঘাড়ে।

ওরা দেখতে পেল ওয়াচের রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে ভ্যাম্পায়ার রানির ঠোঁট।

ওরা নড়াচড়া করতে পারছে না।

ওদের সবাইকে সম্মোহন করে ফেলেছে শাটোর।

ওরা বিস্ফারিত চোখে শুধু দেখল চোঁ চোঁ করে ওয়াচের ঘাড়ের রক্ত চুষে চলেছে দানবী।

'ওয়াচ,' কেঁদে ফেলল স্যালি।

সব শেষ। ওরা জানে সব শেষ।

এমন সময় ভারী অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

শাটোর ছেড়ে দিল ওয়াচকে, পিছিয়ে এল টলতে টলতে।

ভ্যাম্পায়ার রানির গভীর কালো চোখে এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল লাল আলো, পরক্ষণে নিভে গেল।

ওয়াচও টলতে টলতে পিছিয়ে গেল।

যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দু'জনেরই কষ্ট হচ্ছে।

'তুমি আমার কী করেছ?' ওয়াচের দিকে তাকিয়ে চিৎকার দিল শাটোর। তার ঠোঁট বেয়ে রক্ত ঝরছে। তাকে হঠাৎ খুব দুর্বল লাগছে, যেন শরীর থেকে নিঃশেষিত হয়ে গেছে সকল শক্তি। ওয়াচের প্রায় জ্ঞান হারানোর দশা, তবু আবছা হাসি ফোটাল সে মুখে।

'আমি এখানে আসার আগে শরীরে ঘুমের ওষুধ পুশ করেছি,' বলল সে। 'এখন আমরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ব।'

স্লো মোশনের গতিতে বন্ধুদের দিকে ফিরল ওয়াচ। 'হাতে সময় একদম নেই,' ফিসফিস করল ও।

তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ওয়াচ।

শাটোরও শুয়ে পড়ছে মেঝেতে।

তার চোখ খোলা। ভীতিকর লাগছে দেখতে।

'আমাকে এখন মারো,' দুর্বল গলায় ভেংচালো সে। 'তোমরাও মরবে।'

ভ্যাম্পায়ারের রানির কথা বিশ্বাস করল ওরা।

ওয়াচ এবং সিন্ডিকে নিয়ে ফ্রিজার থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ওরা।

হাসপাতালের বাইরে আসার পরে দৌড় থামল।

দশ

ওয়াচ ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে। তার ঘাড় বেয়ে রক্ত পড়ছে। তবে ক্ষত তেমন মারাত্মক নয়। ওয়াচও ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায় কিনা ভেবে শংকিত ওরা। ওয়াচকে ফুটপাতে শুইয়ে দিল অ্যাডামরা। তারপর প্ল্যান করতে বসল কী করা যায়।

'আমাদের পালিয়ে আসা উচিত হয়নি,' নিজেকেই যেন ভর্ৎসনা করল স্যালি। 'শাটোর এখন ঘুমাচ্ছে। দুর্বল। ওকে আমাদের মেরে রেখে আসা উচিত ছিল।'

'কী করা উচিত ছিল সে প্রসঙ্গ থাক,' বলল অ্যাডাম, 'এখন কী করা যায় সেটা বলো।'

ব্রাইস সিন্ডির দিকে ইংগিত করল। সিন্ডি একটা ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে আছে। দূরাগত দৃষ্টি। ওকে ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে। যেন প্রতি মিনিটে ওর শক্তি ফুরিয়ে আসছে।

'সিন্ডির কবল থেকে মুক্তি পেতে হবে আমাদের,' বলল ব্রাইস।

'ওর মাধ্যমে শাটোর জেনে যাবে আমরা কোথায় আছি।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল স্যালি। 'সিন্ডি থাকলে আমরা মন খুলে কথাও বলতে পারব না।' বিরতি দিল সে। 'তাছাড়া ও যে কোনও মুহূর্তে আমাদের ওপর হামলে পড়তে পারে। এবং হয়তো প্রথম ঝাপটাটা আসবে আমার ওপরেই। কারণ তোমরা জানো সিন্ডির সঙ্গে কখনোই সদ্ভাব ছিল না

আমার।'

মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'আমরা ওকে এভাবে অন্ধকারে ফেলে রেখে যেতে পারি না।'

'ওর তো এখন অন্ধকারই প্রিয়,' মন্তব্য করল স্যালি।

অ্যাডাম বলল, 'না। ওকে আমরা ফেলে রেখে কোথাও যাব না।'

'কিন্তু ও তো ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছে,' বলল ব্রাইস, 'ওকে মানুষে রূপান্তর ঘটাবে কী করে?'

অ্যাডাম বলল, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা হাসপাতালেও একবার আলোচনা করেছি। ওর শরীরে মানুষের রক্ত ঢোকাব।'

'কিন্তু রক্ত পেতে হলে তো ওই হাসপাতালে আবার যেতে হবে,' বলল স্যালি। 'ঢুকতে হবে ম্যাডাম শাটোরের ফ্রিজারে। আমাদেরকে সে নিশ্চয় স্বেচ্ছায় রক্ত আনতে দেবে না।'

'রক্ত শুধু ওই হাসপাতালেই পাওয়া যায় এমন তো নয়,' বলল অ্যাডাম। পকেট থেকে সে কয়েকটি সিরিঞ্জ এবং প্লাস্টিকের টিউব বের করল। 'ওয়াচ মেডিসিন কেবিনেট ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় আমি এগুলো লুকিয়ে এনেছি।'

'কিসের জন্য?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

সিন্ডির দিকে তাকাল অ্যাডাম। 'আমি ওকে আমার রক্ত দেব।'

'অ্যাডাম,' বলল ব্রাইস, 'তুমি সিন্ডির জন্য কিছু করতে চাইছ ভালো কথা। কিন্তু ওকে রক্ত দিতে গেলে নিজেই দুর্বল হয়ে পড়বে। আর শাটোরকে পরাজিত করতে চাইলে আমাদের একটা শক্তিশালী দল থাকা দরকার।'

'আমি কাজটা করব,' বলল অ্যাডাম।

'টেডকে তো অনেক রক্ত দেয়া হয়েছে,' বলল স্যালি। 'কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। ও ভ্যাম্পায়ারই রয়ে গেছে।'

অ্যাডাম বলল, 'সে যাই হোক। আমি সিন্ডিকে এভাবে ফেলে রেখে

যেতে পারি না। তোমাদের ইচ্ছে করলে চলে যেতে পার। আমি এখানেই থাকছি।'

'আমরা তোমাকে রেখে কোথাও যাচ্ছি না,' বলল স্যালি।

'কিন্তু ব্লাড ট্রান্সফিউশন করবে কোথায়? রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় নয়।'

'ডাইনির প্রাসাদে যেতে পারি,' প্রস্তাব দিল ব্রাইস।

'না,' বলল অ্যাডাম। 'সে আগেই বলে দিয়েছে এর মধ্যে জড়াবে না। আমরা জেটির ধারে যাব।'

'কেন?' জানতে চাইল স্যালি।

ঘুমন্ত ওয়াচের দিকে এক ঝলক তাকাল অ্যাডাম। 'ওয়াচ বলেছিল ভ্যাম্পায়ারদের লবণে প্রচণ্ড অনাসক্তি। তাদের রক্তে লবণ নেই বলেই তারা ভ্যাম্পায়ার হয়ে যায়। ভ্যাম্পায়াররা নিশ্চয় জেটির ধারেকাছেও আসবে না সাগরের লোনা পানির ভয়ে।'

'জেটিতে গেলে কিন্তু আর কোথাও পালাবার জায়গা থাকবে না,' সতর্ক করে দিল স্যালি।

রাতের অন্ধকারে তাকাল অ্যাডাম। ভবনগুলোর চারপাশে কালো কালো কী সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছ বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নামছে, শূন্যেও বাদুড়ের মত কয়েকটা প্রাণী দেখতে পেল ও। দূর থেকে ভেসে এল জান্তব চিৎকার।

'একটু পরে আমাদের পালাবার সত্যি আর কোনও জায়গা থাকবে না,' বলল অ্যাডাম।

সমুদ্র সৈকত জনশূন্য। ওয়াচ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেই। সিন্ডি টলতে টলতে হাঁটছে, তাকাচ্ছে চারপাশে। মাঝে মাঝেই জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। দৃশ্যটা শংকিত করে তুলছে ওদেরকে।

ওরা পৌঁছে গেল জেটির শেষ মাথায়। ওয়াচকে চিৎ করে শোয়াল জেটিতে। সিন্ডিকে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিতে তেমন বেগ পেতে হলো না।

এখন ওর শরীরে অ্যাডামের রক্ত ঢোকানো হবে। ফার্স্ট এইড চিকিৎসা ভালোই জানে ব্রাইস। সে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের কাজ শুরু করে দিল। পুরোটা সময় কালো সাগরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল সিন্ডি। লোনা পানি দেখেও তার কোনও ভাবান্তর ঘটেনি। কিছুক্ষণ রক্ত দেয়ার পরে রীতিমত দুর্বল লাগতে থাকল অ্যাডামের। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান। ওর চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে দেখে শিরা থেকে সুই বের করে ফেলল ব্রাইস অ্যাডামের আপত্তি সত্ত্বেও। অ্যাডাম চাইছিল আরেকটু রক্ত দেয়া হোক সিন্ডিকে।

'না,' বলল ব্রাইস। 'যথেষ্ট হয়েছে। তুমি বেহুদাই নিজেকে হত্যা করছ। রক্ত দিয়েও সিন্ডির কোনও পরিবর্তন দেখছি না।'

'কিন্তু...'

'তর্ক কোরো না,' বলল স্যালি। সিন্ডির হাত থেকে খুলে ফেলেছে সুই। টের পেলেও কিছু বলল না সিন্ডি। স্যালি বলল, 'আমার ভয় লাগছে। তোমার লোনা পানির তত্ত্ব শাটোরকে বাধা দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।'

জেটির প্রবেশ পথে একটা শব্দ শুনতে পেল ওরা।

ঘুরে তাকাল। ভ্যাম্পায়াররা আসছে।

সংখ্যায় কয়েক ডজন। সবার সামনে শাটোর।

যেন পিশাচের একটা দল– সবার চোখে লাল আলো জ্বলছে।

'তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ,' বিড়বিড় করল অ্যাডাম। 'এখন কী করি?'

'আমরা শেষ,' হতাশ গলায় বলল ব্রাইস।

লাফিয়ে উঠল স্যালি। 'ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করি ওর মা খারাপ ছিল বলে তার মানে এই নয় যে আমাদের সবার রক্ত চুষে খেতে হবে।'

'বুদ্ধি মন্দ নয়,' বলল অ্যাডাম।

ওরা শাটোরের দিকে পা বাড়াল, সিন্ডিসহ। সিন্ডিকে দেখে মনে হচ্ছে সে এখনও শাটোরের সম্মোহনের কবল থেকে মুক্তি পায়নি। রক্ত দিয়েও

কোনও কাজ হয়নি। সিন্ডির চোখেও লাল আভা জ্বলজ্বল করছে। শাটোর তার দল নিয়ে এগিয়ে আসছে। পনের মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। শিষ্যদের হুকুম দিল 'থামো।' তারপর সে একাই এগিয়ে এল। শাটোরের পরনে রুপালি আলখেল্লা। গলায় রুপোর নেকলেসে বড় একখণ্ড রুবি ঝুলছে। শীতল আলোয় জ্বলজ্বল করছে। শাটোর বেশ দ্রুতই ঘুমের ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। ওয়াচ এখনও নাক ডাকাচ্ছে। শাটোরের মুখে ভয়াল হাসি।

'তোমরা লুকোবার জন্য বাজে একটা জায়গা বাছাই করেছ,' বলল সে। সিন্ডির দিকে ইশারা করল, 'তোমাদের বোঝা উচিত ছিল ওর সাহায্যে তোমাদের হদিস আমি বের করে ফেলব।'

'আমরা জানতাম,' বলল অ্যাডাম।

শাটোর হাত তুলে ডাকল, 'সিন্ডি, এসো।'

ঘোরের মধ্যে থেকে যেন কদম বাড়াল সিন্ডি।

'সিন্ডি, না!' চিৎকার করল অ্যাডাম।

সে সিন্ডিকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু সিন্ডি ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। ওর গায়ে অনেক জোর।

সিন্ডি পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শাটোর এবং সিন্ডির পেছনে নিশ্চয় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ভ্যাম্পায়ারের দল। ভ্যাম্পায়ারের রানি ওদের দিকে এক নজর বুলিয়ে ফিরল অ্যাডামদের দিকে।

'ওরা চাইছে তোমরা ওদের দলে যোগ দাও,' বলল শাটোর।

'আমাদেরকে মেরে ফেলো,' বলল অ্যাডাম। 'ভ্যাম্পায়ার হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।'

হাসল শাটোর। 'ভ্যাম্পায়ার হলে অনেক শক্তি পাবে। আর সামনের দিনগুলোতে শক্তিশালী ভৃত্যই আমার দরকার।'

অ্যাডাম হঠাৎ ওয়াচের হাত খামচে ধরল। ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল জেটির কিনারায়।

‘অ্যাডাম!’ চেঁচাল স্যালি। ‘কী করছ তুমি?’

অ্যাডাম কটমট করে তাকাল শাটোরের দিকে।

‘তোমার দলে যোগ দেয়ার চেয়ে সাগরে ডুবে মরব তাও ভালো।’ বলল ও।

ব্রাইসও এসে দাঁড়াল অ্যাডামের পাশে। ‘তোমরা আমাদেরকে পাবে না।’

ফিসফিস করল স্যালি, ‘সাগরে কিন্তু হাঙর আছে।’

অ্যাডাম দৃঢ় গলায় বলল, ‘আমাদেরকে তোমরা ভ্যাম্পায়ার বানাতে পারবে না।’ শাটোর বিস্মিত চোখে দেখছে ওকে। তার মুখের পাতলা হাসি প্রশস্ত হলো।

‘তোমরা ব্লাফ দিচ্ছ,’ বলল সে। ‘সাগরে ঝাঁপ দেয়ার সাহস তোমাদের হবে না।’

‘আমরা কোনও কিছুতে ভয় পাই না,’ বলল অ্যাডাম। ‘কারণ আমরা সত্যিকারের হিরো। আজ হয়তো তোমাদের কাছে পরাজয় বরণ করতে হলো তবে আমাদের আত্মার পরাজয় ঘটবে না। এ জিনিসটি আমাদের কাছ থেকে তুমি কেড়ে নিতে পারবে না,’ থামল অ্যাডাম। ‘লাফ দিতে রেডি তুমি, ব্রাইস্?’

‘রেডি।’

‘রেডি,’ জবাব দিল ব্রাইস।

‘স্যালি?’

স্যালি বলল, ‘ভাবছি।’

শাটোর বলল, ‘আমি জানি তোমরা কাজটা করবে না। কারণ তোমরা ভীতু। তোমরা মরণশীল মানুষ। তোমরা...’

শাটোর তার কথা শেষ করতে পারল না।

তার রুপোলি আলখেল্লার বুকের কাছটা হঠাৎ রক্তাক্ত হয়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠল শাটোর।

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সিন্ডি। পেছন থেকে গোঁজ ঢুকিয়ে ভ্যাম্পায়ার রানির কলজে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে।

আঁতকে উঠল ভ্যাম্পায়ারের দল।

ঘুরল শাটোর। অবাক দৃষ্টিতে দেখছে সিন্ডিকে। ভ্যাম্পায়ার রানির মুখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে।

'তুমি এ কাজ করতে পারলে?' কাতরে উঠল সে।

মানুষের গলায় কথা বলে উঠল সিন্ডি।

'অ্যাডামের রক্ত আমাকে তোমার সম্মোহন থেকে মুক্ত করেছে,' ওর ভালোবাসা আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি কাউকে কোনওদিন হত্যা করিনি। কিন্তু তোমাকে করেছি। কারণ তোমার মধ্যে কোনও ভালোবাসা কিংবা মমতা নেই।'

শাটোর বুক থেকে গোঁজ খুলে নেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। তার বুক থেকে হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে। কালো রক্ত। তার শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে।

'কিন্তু আমি তোমার রানি,' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'তুমি আমার দুঃস্বপ্ন,' বলল সিন্ডি। ভ্যাম্পায়ার রানিকে প্রবল একটা ধাক্কা দিল। ডিগবাজি খেয়ে সাগরের কালো পানিতে পড়ে গেল শাটোর।

সঙ্গে সঙ্গে লাল আলো এবং আগুনের একটা বিস্ফোরণ ঘটল।

আকাশে নিক্ষিপ্ত হলো বাষ্প এবং ধোঁয়া।

একটা চিৎকার মিলিয়ে গেল বাতাসে।

হঠাৎ ভ্যাম্পায়ারের দল যেন সংবিৎ ফিরে পেল। আকস্মিক মানুষে রূপান্তর ঘটেছে তাদের। সবার চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে লাল আলো। এদের একজন, সাদা দাড়িঅলা এক লোক দলটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগিয়ে এল সামনে। তার চোখে জল। সে সিন্ডির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। সিন্ডির ফ্যাকাসে চামড়া আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। চাউনিতে মানবিক আবেগ। সাগর জলে তাকিয়ে তার চোখ টলমল করে উঠল।

'আমি ওকে মারতে চাইনি,' বলল সিন্ডি।

মাথা দোলাল বৃদ্ধ। তার পাশে এসে দাঁড়াল অন্য লোকগুলো। বৃদ্ধ তাদের দিকে একবার তাকাল তারপর মুছে ফেলল নিজের চোখের অশ্রু। কথা বলে

উঠল সে। গম্ভীর, সদয় কণ্ঠ।

'আমি চেয়েছিলাম অনন্তকাল বেঁচে থাকুক সে,' বলল বৃদ্ধ। 'এবং ওটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় ভুল। অনেক আগেই ওকে থামিয়ে দেয়া উচিত ছিল আমার।'

'কিন্তু পারেননি কারণ আপনি ওকে ভালোবাসতেন,' বলল অ্যাডাম।

মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'আমি ওকে আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসতাম।'

'আপনি কি জাই?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'আমি জাই,' বলল বৃদ্ধ। তাকিয়ে আছে খলবলে কালো জলে। ওখানে শাটোরের চিহ্নমাত্র নেই। ছাই পর্যন্ত ভাসছে না। জাই বলে চলল, 'আমি এখন কেউ না। জাদুর মায়ার অবসান ঘটেছে। সবগুলো ভ্যাম্পায়ার মানুষ হয়ে গেছে।' আবার সিন্ডির মাথায় সে হাত বুলিয়ে দিল আদর করে। 'তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।'

বৃদ্ধ জাদুকর চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'কোথায় যাবেন এখন?' পেছন থেকে ডাকল অ্যাডাম।

থমকে দাঁড়াল জাই। মাথা ঘোরাল।

'জানি না,' বলল সে।

চলে গেল জাই। তার সঙ্গে বাকিরাও। শুধু থেকে গেল একজন– টেড। এদিকে ওয়াচের ঘুম ভেঙেছে। সে উঠে বসল। টেড এগিয়ে গেল সিন্ডির কাছে। ওর পিঠে হাত রাখল। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'দুঃখিত। আমি তোমাকে ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে দিয়েছিলাম।'

'ওটা কিছু না,' বলল সিন্ডি। 'এজন্য তোমার ওপর আমি রাগ পুষে রাখিনি। সবাই যে ভালো আছি এতেই আমি খুশি।